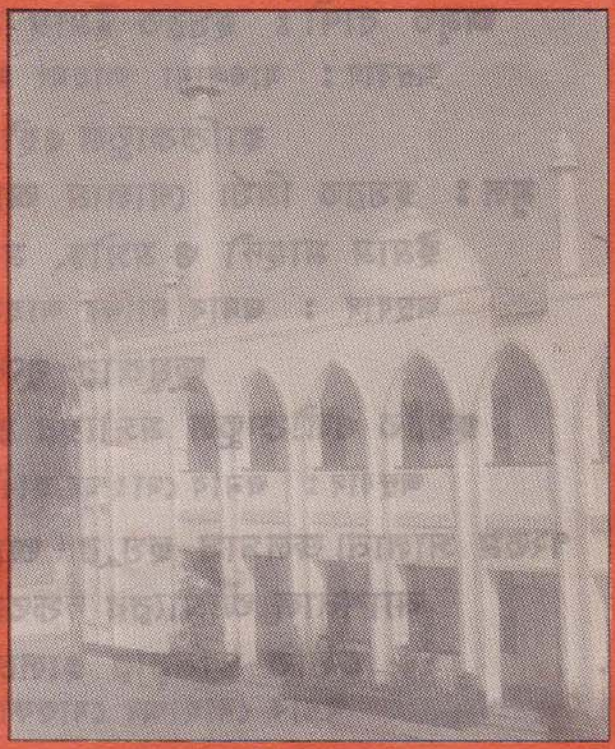

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৭ বর্ষ ॥ ১৩শ সংখ্যা

২৩শে শাবান, ১৪১৬ হিঃ ॥ ২রা মাঘ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৬ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ রোযার মাহাত্ম্য ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ৪

হাকিকাতুল ওহী

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৬

জুমুআর খুৎবা

হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ : জনাব মোহম্মদ হাবীব উল্লাহ্‌ ১১

১২তম সালানা জলসায় হুযূর (আইঃ)-এর পয়গাম ২৯

ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে— ২৯

চলতি দুনিয়ার হালচাল

জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ৩০

আহ্‌মদীয়া তবলীগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ

ভাষান্তর : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩১

পত্র-পত্রিকা থেকে ৩৭

ছোটদের পাতা

পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৪৩

সংবাদ ৪৭

সম্পাদকীয় ঃ ৫১

সন্তান লাভ

গত ২৭শে ডিসেম্বর '৯৫ বুধবার (১৩ই পৌষ ১৪০২ বাংলা, ৪ঠা শাবান ১৪১৬হিঃ) বেলা ২-৪০ মিনিটে আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন—আলহামদুলিল্লাহ্‌।

নব-জাতিকার সুস্বাস্থ্য, শান্তিময় দীর্ঘায়ু ও পবিত্র জীবন লাভের জন্য আমরা সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

সালোয়ার সুলতানা শিট্‌লা
ও সরকার মুহাম্মাদ মুরাদুজ্জামান
বকশীগঞ্জ, জামালপুর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৭তম বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৬ : ১৫ই সুলেহ্, ১৩৭৫ হিঃ শামসী : ২রা মাঘ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আল্ বাকারা-২

১৮৭। এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), "আমি নিকটে (২১০) আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান (২১১) আনে যাহাতে তাহারা সঠিকপথ প্রাপ্ত হয়।"

১৮৮। রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী-গমন বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক, (২১২) এবং তোমরা তাহাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করিতেছিলে, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন

২১০। যখন মানুষ রমযান মাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ও এই মাসে রোযা রাখার পুণ্য ও আশীর্বাদরাশির সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন তাহারা স্বভাবতই ইহা হইতে খুব বেশী আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করিয়া থাকে। মুমেনের এই আশা-আকাঙ্খার প্রত্যুত্তরে এই আয়াতটি মুমেনের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করিতেছে।

২১১। "আমার উপর ঈমান আনে" এই বাক্যটির অর্থ এই স্থলে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা অর্থে নহে। কারণ পূর্ববর্তী বাক্যেই বলা হইয়াছে "তাহারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়"। অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিলে, সাড়া দেওয়ার কথাই আসিত না। অতএব, "আমার উপর ঈমান আনে" অর্থ এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং মঞ্জুর করেন।

২১২। কী চমৎকারভাবে একটি মাত্র বাক্যে কুরআন স্ত্রী লোকের অধিকার ও মর্যাদাকে বর্ণনা করিয়াছে এবং বিবাহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে তুলিয়া ধরিয়াছে। এই আয়াত বলিতেছে—বিবাহের উদ্দেশ্য হইল দম্পতির শান্তিলাভ, আত্ম-সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য বর্দ্ধন। কেননা, পোশাকের কাজও তাহাই (৭ : ২৭, ১৬:৮২)। বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল কাম-বৃত্তি চরিতার্থ করা নয়। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা হইতে রক্ষা করা।

এবং তোমাদের এই অবস্থার সংশোধন (২১৩) করিলেন। অতএব, এখন তোমরা তাহাদের নিকট গমন কর এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন উহা অনুসন্ধান কর; এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর রাত্রি (২১৪) (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর; এবং তোমরা মসজিদ (২১৫) সমূহে যখন ই'তেকাফে থাক তখন তোমরা স্ত্রী-গমন করিও না। এইগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ, অতএব তোমরা ইহাদের নিকটে যাইও না; এইভাবে আল্লাহ্‌ তাঁহার নিদর্শনাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে।

১৮৯। এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ (২১৫-ক) তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায়-ভাবে (২১৬) গ্রাস করিও না, এবং উহাকে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিও না যাহাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জানিয়া শুনিয়া অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিতে পার।

২১৩। "আফা আল্লাহু আন্‌হু" অর্থ আল্লাহ্‌ তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া তাহার কাজকর্ম ঠিক করিয়া দিলেন; আল্লাহ্‌ তাহাকে সম্মান দিলেন। ইহার অন্য এক অর্থ হইল আল্লাহ্‌ তাহাকে উদ্ধার করিলেন (মুহীত)।

২১৪। যে সব দেশে দিন ও রাত্রি অতিমাত্রায় দীর্ঘ (যেমন মেরু অঞ্চল), সেখানে দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য ১২ ঘন্টার হিসাবে গণনা করিতে হইবে (মুসলিম, বাবু আশরাত আস্‌সায়াত)।

২১৫। ই'তেকাফে থাকা অবস্থায় দিনে এবং রাত্রিতে স্ত্রী-গমন কিংবা তৎসন্নিহিত অন্য কিছু নিষিদ্ধ। কেননা, রোযার আত্মিক সুফলকে পূর্ণতার দিকে পৌঁছানোর জন্য দিবা-রাত্র চেষ্টা-সাধনা করার নামই ই'তেকাফ।

২১৫-ক। সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে জোর দিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানের ধন-সম্পদকে কুরআনে "তোমাদের ধন-সম্পদ" বলিয়া অনেক সময় উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানেও "তোমাদের ধন-সম্পদ" বলিতে মুসলমানদের ধন-সম্পদ বুঝাইতেছে।

২১৬। রোযা রাখার নির্দ্দেশ, মুসলমানদের উপর কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছে যে, তাহারা যেন একটা নির্দ্ধারিত সময় ব্যাপী খাদ্য-পানীয় হইতে বিরত থাকে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে পুণ্য ও ধর্মপরায়ণতা জাগ্রত হয়। তাই, ইহাই উপযুক্ত সময়, যখন তাহাদিগকে মনে করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন অবৈধ খাদ্যাদি হইতে বিরত থাকে অর্থাৎ তারা যেন সজ্ঞানে অবৈধ উপার্জন হইতে আত্মরক্ষা করে। কথাচ্ছলে, এই আয়াত ঘুষ দেওয়া-নেওয়াকে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে।

হাদিস শরীফ

রোযার মাহাত্ম্য

(১) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রমযান মাস আসে আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে। বেহেশ্‌তের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দোযখের দরজা-সমূহ বন্ধ করা হয় আর শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় আছে: রহমতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। (মুত্তাফিক আলায়হে)

(২) হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশ্‌তে আটটি দরজা রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম 'রায়্যান'। রোযাদারগণ ব্যতীত ঐ দরজা দিয়া আর কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না। (মুত্তাফিক আলায়হে)

(৩) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, মানব সন্তানের পুণ্যকর্ম বাড়ান হইয়া থাকে; প্রত্যেক পুণ্যকর্ম দশ গুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ্ বলেন, রোযা ব্যতীত; কেননা, রোযা আমারই জন্য এবং আমিই ইহার প্রতিফল দান করিব (যত ইচ্ছা তত)। সে আমারই জন্য আপন প্রবৃত্তি ও খাদ্য-পানীয়ের জিনিস ত্যাগ করে।

রোযাদারদের জন্য দুইটি (প্রধান) আনন্দ রহিয়াছে: একটি তাহার ইফতারের সময় এবং অপরটি বেহেশ্‌তে আপন প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মেশ্‌কের সুগন্ধি অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধিময়। রোযা হইতেছে মানুষের জন্য (দোযখের আগুন হইতে রক্ষার) ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কাহারও নিকট রোযার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে যদি কেহ তাহাকে গালি দেয় অথবা তাহার সাথে ঝগড়া করিতে চাহে সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার। (মুত্তাফিক আলায়হে)।

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে: রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, রোযা এবং কুরআন (কেয়ামতে) আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করিবে। রোযা বলিবে, হে প্রভু! আমি তাহাকে দিনে তাহার খাবার ও প্রবৃত্তি হইতে বাধা দিয়াছি, সুতরাং তাহার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন আর

(অবশিষ্টাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

রোযা রাখার পুরস্কার অতি মহান তাহাতে সন্দেহ নাই
রোযা হৃদয়ের উজ্জ্বলতা দান করে ও কাশ্‌ফের দ্বার উন্মুক্ত করে

১) "আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে 'রময' বলা হয়। রমযান মাসে রোযাদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ-বিলাস হইতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-সমূহ পালন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণে এক প্রকার ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান সৃষ্টি হইয়াছে। আভিধানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, রমযান গ্রীষ্মকালে আসিয়াছিল বলিয়াই উহাকে রমযান বলা হইয়াছে। আমার মতে এই ধারণা সঠিক নহে। কেননা, আরব দেশের জন্য ইহাতে কোন বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্ম-কর্মে উদ্দীপনা। 'রময' এমন উত্তাপকেও বলা হয় যদ্বারা পাথর প্রভৃতি পদার্থও উত্তপ্ত হয়। (আল্‌ হাকাম, ২৪শে জুলাই, ১৯০৪)

২। "রমযান মাস অতি মঙ্গলজনক মাস। কেননা, ইহা দোয়ার মাস।" (ঐ)

৩। "شهر رمضان الذى انزل فيه القران" কুরআন শরীফের এই একটি মাত্র পবিত্র বাক্য হইতে রমযান মাসের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। (এই আয়াতের অর্থ—রমযান সেই পবিত্র মাস, যাহার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে—অনুবাদক।) (ঐ)

সুফীগণ লিখিয়াছেন যে, এই মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। এই মাসে বহুল পরিমাণে 'কাশ্‌ফ' (আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা) লাভ হইয়া থাকে। নামায "তায্‌কিয়া-নফস" (আত্ম-শুদ্ধি) সাধিত করে এবং রোযা দ্বারা 'তাজাল্লিয়ে-কল্‌ব সাধিত হয়। "তায্‌কিয়া-নফস" (আত্ম-শুদ্ধি)-এর অর্থ রিপু দমন শক্তির বৃদ্ধি লাভ। 'তাজাল্লিয়ে-কল্‌ব' (আত্মার উজ্জ্বলতা) সাধিত হওয়ার অর্থ—কাশ্‌ফ" বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানের দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া খোদা-দর্শন লাভ করা।

সুতরাং انزل فيه القران (অর্থাৎ এই মাসে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে) পবিত্র

আয়াতে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রোযার প্রতিদান অতি মহান। কিন্তু দৈহিক অবস্থা ও পার্থিব স্বার্থ মানুষকে এই কল্যাণ লাভ হইতে বঞ্চিত রাখে।"

(বদর, ১লা ডিসেম্বর)

৪। কুরআন করীম হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে,

فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

অর্থাৎ—অসুস্থ ও সফররত ব্যক্তির পক্ষে রোযা রাখা সঙ্গত নয়। ইহা খোদার আদেশ। আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ নির্দেশ দেন নাই যে, রোযা যাহার ইচ্ছা রাখুক অথবা যাহার ইচ্ছা না রাখুক। যেহেতু অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ সফরে রোযা রাখিয়া থাকে, সেই হেতু যদি তাহারা প্রচলিত প্রথা বিবেচনা করিয়া রোযা রাখে, তাহা হইলে তাহারা রাখুক, কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও عدة من ايام اخر অর্থাৎ (অন্য সময়ে সেই রোযা পুরা করিতে হইবে)—আয়াতে উল্লিখিত আদেশ পালনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।"

(আল্‌-হাকাম, ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯৬)

৫। (ক) "সফরে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাহারা রোযা রাখিয়া থাকে তাহারা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌তা'লাকে বল-পূর্বক সন্তুষ্ট করিতে চাহে। আল্লাহ্‌র হুকুম মান্য করিয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চাহে না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ্‌র আদেশ এবং নিষেধ উভয় মান্য করার মধ্যে সত্যিকার ঈমান নিহিত। (আল্‌-হাকাম ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯৬)

খ) "শরীয়তের ভিত্তি কাঠিন্যের উপর নহে বরং যাহাকে তোমরা সচরাচর সফর বলিয়া থাক তাহাই সফর। যেমন, খোদাতা'লার নির্দেশিত ফরয (বাধ্যকর) বিষয়াবলীর আমল করিতে হয়, তেমনিভাবে তাহার অনুমোদিত সুবিধা পালন করারও অবশ্য কর্তব্য।"

(আল-হাকাম, ঐ)

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কুরআন বলিবে, আমি তাহাকে রাত্রে নিদ্রা হইতে বাধা দিয়াছি সুতরাং তাহার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। (বায়হাকী)

(৫) হযরত আনাস বিন্‌ মালেক (রাঃ) বলেন, একবার রমযান মাস আসিল। রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে বলিলেন, এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে এমন একটি রাত্র রহিয়াছে যাহা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে উহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে সে সর্বপ্রকার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আর উহা হইতে চিরবঞ্চিত ব্যক্তি ব্যতীত কেহই বঞ্চিত হয় না। (ইবনে মাজা)

হাকিকাতুল ওহী

মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদকঃ নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

সত্য কথা এই যে, এই যুগ যেভাবে প্রত্যেক জাগতিক উপাদানে উন্নতি করিয়াছে, ঠিক তদ্রূপেই কুফরী ও বেঈমানীতেও বাড়িয়া গিয়াছে। অতএব এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কুফরী চাহে না যে, তাহাদের উপর কোন সাধারণ আযাব অবতীর্ণ হউক, বরং তাহারা চাহে তাহাদের উপর যেন ঐ আযাব অবতীর্ণ হয়, যাহা পৃথিবীর আদি হইতে আজ পর্যন্ত কখনো অবতীর্ণ হয় নাই। যাহাহউক আমি খোদার হাজার হাজার শোকর করি, বিরুদ্ধবাদীরা যে জ্যোতিঃ গ্রহণ করে নাই এবং অন্ধ রহিল, ঐ জ্যোতিই আমার দূরদৃষ্টি ও তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হইল।

شربنا من عیون الله ماءا ۰

আমি খোদার ঝরণা হইতে এক (প্রকার) পানি পান করিয়াছি।

بوحی مشرق حتی روینا

যাহা ওহীর জ্যোতির পানি। এমন কি আমি সিক্তিত হইয়া গিয়াছি।

رأینا من جلال الله شمسا ۰

আমি খোদার মর্যাদার এক সূর্য দেখিয়াছি।

فامنا و صدقنا یقینا

অতএব আমি ঈমান আনিয়াছি এবং বিশ্বাসের সহিত সত্যায়ন করিয়াছি।

تجلت منه ای فی قطیعی ۰

ইহার এক প্রকারের নিদর্শন তো আমার জামাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

واخری فی عشا ئر کافرینا

এবং দ্বিতীয় প্রকারের নিদর্শন কাফেরদের দলে প্রকাশিত হইয়াছে।

১২৯নং নিদর্শনঃ—মৌলবী রসূল বাবা অমৃতসরী, যে আমার মোকাবেলায় কেবল খামাখা ও আজেবাজে ভিত্তির উপর হায়াতুল মসীহ পুস্তক লিখিয়াছিল, তাহার এই বক্তব্য ছিল যে, যদি এই প্লেগ মসীহ মাওউদের সত্যতার নিদর্শন হয় তবে আমার কেন প্লেগ হয় না? অবশেষে সে প্লেগে পাকড়াও হইল এবং ঠিক প্লেগের দিনগুলিতে জুমুয়ার দিনে আমার নিকট ইলহাম হইল یموت قبل یومی هذا অর্থাৎ আগামী জুমুআর পূর্বেই মরিয়া যাইবে। বস্তুতঃ সে আগামী জুমুয়ার পূর্বে ১৯০২ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ভোর সাড়ে ৫টায় এই নশ্বর পৃথিবী হইতে বিদায় লইল। আমার এই ইলহাম তাহার মৃত্যুর পূর্বেই প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং ইহা আল হাকামেও প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া সাথে সাথেই আমার নিকট এই ইলহাম হইলঃ

سلام علیك یا ابراهیم - سلام علی امرك - صرت فائزا

অর্থাৎ হে ইব্রাহীম, তোমার উপর সালাম। তুমি বিজয়ী হইয়াছ।

১৩০নং নিদর্শন ঃ—আমি আমার গ্রন্থ **আঞ্জামে আথম** এ অনেক বিরুদ্ধবাদী মৌলবীর নাম লইয়া মোবাহালার প্রতি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং উক্ত গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় এই কথা লিখিয়াছিলাম, যদি তাহাদের মধ্যে কেহ মোবাহালা করে তবে আমি দোয়া করিব যে, তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধ হইয়া যাইবে, কেহ পক্ষঘাতগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কেহ উন্মাদ হইয়া যাইবে, কাহারো মৃত্যু সর্প দংশনে হইবে, কেহ অসময়ে মারা যাইবে, কেহ বেইজ্জত হইবে, এবং কাহারো অর্থ-সম্পদে ক্ষতি হইবে। ইহা ছাড়া যদি সকল বিরুদ্ধবাদী মৌলবী মোবাহালার জন্য ময়দানে না আসিয়া পিছনে গালিগালাজ করিতে থাকে এবং মিথ্যাবাদী বলিতে থাকে তবে তাহাদেরও ঐ একই অবস্থা হইবে। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী কেবল لعنت الله على الكاذبين (অর্থঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হউক—অনুবাদক) বলে নাই; বরং তাহার এক বিজ্ঞাপনে আমাকে শয়তান নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। অবশেষে ইহার ফল এই হইল যে, সকল মোকাবেলারত মৌলবীদের মধ্য হইতে যাহারা সংখ্যায় ৫২ (বায়ান্ন) ছিল, আজ পর্যন্ত তাহাদের কেবল মাত্র ২০ (বিশ) জন জীবিত আছে এবং তাহারাও কোন না কোন বিপদে নিপতিত আছে। অবশিষ্ট সকল মরিয়া গিয়াছে। মৌলবী রশিদ আহমদ অন্ধ হইল এবং ইহার পরে মোবাহালার দোয়া অনুযায়ী সে সর্প দংশনে মরিয়া গেল। মৌলবী শাহ দীন উন্মাদ হইয়া মরিয়া গেল। মৌলবী গোলাম দস্তগীর স্বয়ং নিজের মোবাহালায় মরিয়া গেল। যাহারা জীবিত আছে যদিও তাহারা এখনও সুন্নতসম্মত পদ্ধতিতে মোবাহালা করে নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে কেহই উপরোল্লিখিত বিপদাবলী হইতে মুক্ত নহে।

১৩১নং নিদর্শন ঃ—পাঠকগণ এই গ্রন্থে পড়িয়া থাকিবেন যে, একবার আমি শরমপত ক্ষত্রিয়ের ভাই বিশ্বম্বর দাস সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, তাহার বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল উহা হইতে সে বেকসুর খালাস তো হইবে না, তবে তাহার কয়েদের মেয়াদ অর্ধেক হইয়া যাইবে। ইহার পর এইরূপ ঘটিল যে, যখন বিশ্বম্বর দাস অর্ধেক কয়েদ ভুগিয়া মুক্তি পাইয়া গেল, যেমন পূর্ব হইতে ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছিল, তখন তাহার উত্তরাধিকারীরা ঘটনার বিপরীত ইহা রটাইয়া দিল যে, বিশ্বম্বর দাস বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছে। তখন রাত্রিবেলা ছিল। আমি আমার বড় মসজিদে নামায পড়িতে গিয়াছিলাম। এমন সময় কাদিয়ান গ্রামের আলী মোহাম্মদ মোল্লা নামক এক ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া এই বর্ণনা দিল যে, বিশ্বম্বর দাস বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছে এবং বাজারে তাহাকে মোবারকবাদ দেওয়া হইতেছে। এই খবর শুনামাত্রই আমার যন্ত্রণা দেখা দিল এবং হৃদয়ে অস্থিরতার সৃষ্টি হইল যে, বিদ্বেষী হিন্দুরা এই কথা বলিয়া আক্রমণ করিবে যে, তুমি তো বলিয়াছিলে বিশ্বম্বর দাস বেকসুর খালাস পাইবে না। এখন দেখ সে তো

বেকসুর খালাস পাইয়া গেল। এই দুঃখে আমার এক এক রাকাত নামায এক এক বৎসরের সমান হইয়া গেল। যখন আমি নামাযে কোন রাকাতের পর সেজদায় গেলাম তখন আমার অস্থিরতা চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া গেল। এমতাবস্থায় সেজদাতেই উচ্চস্বরে খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন لَا تَخَفْ - اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى অর্থাৎ কোন ভয় করিও না। তুমিই বিজয়ী। অতঃপর এই ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণ হইবে আমি সেই অপেক্ষায় রহিলাম। কিন্তু কোন নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। আমি বার বার এই শরমপতকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহা কি সত্য যে, বিশ্বম্বর দাস বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছে? তখন সে এই উত্তরই দিয়াছিল যে, সে প্রকৃতপক্ষেই বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছে। আমার মিথ্যা বলার কী প্রয়োজন ছিল? গ্রামে আমি যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম সে ইহাই বলিতেছিল যে, আমিও শুনিয়াছি সে বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছে। এইভাবে প্রায় ছয় মাস বা কিছু কম বেশী সময় অতিবাহিত হইল। দুষ্ট লোকেরা তাহাদের পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী হাসি-ঠাট্টা করিতে থাকিল। কিন্তু শরমপত কোন হাসি-ঠাট্টা করে নাই। ইহাতে আমার বিশ্বাস হইল যে, এখন সে আমার সহিত ভদ্র আচরণ করিয়াছে। কিন্তু ইহার পরও আমি তাহার সম্মুখে লজ্জিত হইতাম যে, এত জোরের সহিত আমি তাহার ভাই এর বেকসুর খালাস না হওয়ার সংবাদ দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন এই অবস্থা হইল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আমার খোদার উপর আমার পোক্তা বিশ্বাস ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে, খোদা কোন না কোন কুদরতের দৃশ্য দেখাইবেন। ইহা সম্ভব যে, বেকসুর খালাস হওয়ার পর সে পুনরায় ধৃত হইয়া যাইবে। কিন্তু আমি জানিতাম না যে, বেকসুর খালাস হওয়ার এই সংবাদটিই একটি বানোয়াট সংবাদ। ইহার পর এইরূপ ঘটিল যে, সকাল বেলা প্রায় আটটার সময় বাটালার তহসিলদার হাফেয হেদায়াত আলী, যাহার সম্পর্কে পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি কাদিয়ান সফরে আসেন। কাদিয়ান বাটালা তহসিলের অধীন। তিনি আমাদের বাড়ীতে আসেন। তিনি তখনো ঘোড়া হইতে নামেন নাই। কয়েকজন হিন্দু তাহাদের রীতি অনুযায়ী তাহাকে সালাম করার জন্য আসিয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে বিশ্বম্বর দাসও ছিল। তখন তহসিলদার বিশ্বম্বর দাসকে দেখিয়া কহিল, বিশ্বম্বর দাস আমরা ইহাতে খুশী হইয়াছি যে, তুমি কয়েদ হইতে মুক্তি পাইয়াছ। কিন্তু আফসোস, তুমি বেকসুর খালাস হও নাই। আমি এই কথা শুনা মাত্রই শোকরে সেজদাবনত হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ শরমপতকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কেন এতদিন যাবৎ আমার নিকট মিথ্যা বলিতেছিলে যে, বিশ্বম্বর দাস বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছে এবং আমাকে কেন অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলে। সে উত্তর দিল যে, বাধ্যবাধকতার দরুন আমাকে এই মিথ্যা বলিতে হইয়াছে। তাহা এই যে, আমাদের সমাজে বিবাহ

সাদীর সময়ে সামান্য সামান্য ব্যাপারে সমালোচনা হইয়া থাকে এবং কোন অসদাচরণ প্রমাণিত হইলে মেয়ে পাওয়া মুস্কিল হইয়া পড়ে। সুতরাং এই বাধ্যবাধকতার দরুন আমি ঘটনার বিপরীত কথা বলিতেছিলাম এবং ঘটনার বিপরীত কথা প্রচার করি।

১৩২ নং নিদর্শন।—আমি পূর্বেই লিখিয়াছি যে, ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিলে ভূমিকম্পের সময় আমি নিজের সকল পরিবার-পরিজনসহ বাগানে চলিয়া গিয়াছিলাম এবং আমাদের জমির একটি মাঠে আমরা শোওয়ার জন্য পসন্দ করিলাম, যেখানে পাঁচ হাজার লোকের থাকার জায়গা ছিল। ইহাতে আমরা ২টি (দুইটি) তাবু খাটাইলাম এবং ইহার চতুর্দ্দিকে ক্যানভাস লাগাইয়া পর্দা করিয়া নিলাম। কিন্তু ইহার পরেও চোরের ভয় ছিল। কেননা, জঙ্গল ছিল। ইহার নিকটেই কোন কোন গ্রামে নামী চোর থাকিত, যাহারা কয়েকবার শাস্তি পাইয়াছে। একবার আমি রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি পাহারার জন্য ঘুরাফেরা করিতেছি। কয়েক কদম যাওয়ার পর এক ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইল। সে বলিল, সামনে ফেরেশ্‌তাদের পাহারা আছে। অর্থাৎ তোমার পাহারার কোন প্রয়োজন নাই। তোমাদের বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে ফেরেশতারা পাহারা দিতেছে। ইহার পর ইলহাম হইল سرائے محبت در مقام است سلامتی (অর্থ:—আমার সরাইখানার মহব্বতের স্থানে শান্তি নিহিত রহিয়াছে—অনুবাদক)। ইহার কয়েকদিন পরে এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে, পাশ্ববর্তী কোন একটি গ্রামের বাসিন্দা চুরির মতলবে আমাদের বাগানে আসিল। সে একজন নামী চোর ছিল। তাহার নাম ছিল বসন সিংহ। যখন সে এই উদ্দেশ্যে বাগানে ঢুকিল তখন ছিল রাত্রির শেষভাগ। কিন্তু সুযোগ না পাওয়ায় সে একটি পিঁয়াজ ক্ষেতে বসিয়া গেল এবং অনেক পিঁয়াজ উঠাইল। সে পিঁয়াজের এক স্তুপ বানাইয়া ফেলিল। কেহ একজন তাহাকে দেখিয়া ফেলায় সে সেখান হইতে দৌড়াইল। সে এত বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিল যে, তাহাকে দশ ব্যক্তিও পাকড়াও করিতে পারিত না যদি খোদার ভবিষ্যদ্বাণী তাহাকে পূর্বেই না পাকড়াও করিত। দৌড়ানোর সময় তাহার পা একটি গর্তে গিয়া পড়িল ইহার পরও সে সামলাইয়া উঠিল। কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ হইতে লোক পৌছিয়া গেল। এইভাবে সরদার বসন সিংহ তাহার কঠোর চেষ্টা সত্ত্বেও পাকড়াও হইল। আদালতে যাওয়া মাত্রই সে শাস্তিপ্রাপ্ত হইল। ইহার পর আমাদের বাসগৃহ যাহা বাগানে ছিল এবং যেখানে আমরা দিনের বেলায় থাকিতাম, তথা হইতে একটি বড় সাপ বাহির হইল। উহা একটি বিষধর ও লম্বা সাপ ছিল। ইহাও ঐ চোরের ন্যায় শাস্তি পাইল। এইভাবে ফেরেশ্‌তাদের হেফাযতের প্রমাণ আমরা হাতে নাতে পাইয়া গেলাম *

---

* টীকা:—এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষী মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব এবং মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এম, এ, এবং জামা'তের সকল লোক, যাহারা বাগানে আমার সঙ্গে ছিল।

১৩৩নং নিদর্শন ঃ—আমি ইংরেজীতে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এতদ্‌সত্ত্বেও খোদাতা'লা কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী অযাচিত দানস্বরূপ ইংরেজীতে আমার নিকট প্রকাশ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বারাহীনে আহমদীয়ার ৪৮০, ৪৮১ ৪৮৩, ৪৮৪ ও ৫২২ পৃষ্ঠায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ইহা ২৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। ভবিষ্যদ্বাণীটি নিম্নরূপ :—

I love you, I am with you. Yes, I am happy. Life a pain. I shall help you, I can, what I will do, We can, what we will do. God is coming by His army. He is with you to kill enemy. The days shall come when God shall help you. Glory be to the Lord. God Maker of Earth and Heaven.

اٰئی لو یو - اٰئی ایم ود یو - یس اٰئی ایم ھیپی - لائف اف پین - اٰئی
شیل ھیلپ یو - اٰئی کین وات اٰئی ول ڈو - وی کین وات وی ول ڈو - گوڈ از
کمنگ بائی ہز آرمی - ھی از ود یو ٹو کل اینمی - دی ڈیز شیل کم وین گوڈ
شیل ھیلپ یو - گلوری بی ٹو دی لارڈ - گوڈ میکراف ارتھ اینڈ ھیون *

(ইংরেজী ভবিষ্যদ্বাণীটির বঙ্গানুবাদ) :—আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমার সঙ্গে আছি। হাঁ, আমি সন্তুষ্ট। জীবন কষ্টের (অর্থাৎ তোমার বর্তমান জীবন কষ্টের জীবন)। আমি তোমাকে সাহায্য করিব। আমি যাহা চাহিব তাহা করিব। আমরা যাহা চাহিব তাহা করিব। খোদা তোমার দিকে এক সেনা বাহিনীসহ আসিতেছেন। তিনি দুশমনদিগকে বিনাশ করার জন্য তোমার সঙ্গে আছেন। ঐ দিন আসিতেছে যখন খোদা তোমাকে সাহায্য করিবেন। খোদা আকাশ ও পৃথিবীর মহিমান্বিত স্রষ্টা।

---

* টীকা :—যেহেতু এই ইলহামটি বিভিন্ন ভাষায় করা হইয়াছে এবং খোদার ইলহামে একটি দ্রুততা থাকে, এই জন্য ইহা সম্ভব যে, কোন কোন শব্দের উচ্চারণে কিছু পার্থক্য হইয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন স্থলে খোদাতা'লা মানুষের বাগ্‌ধারার অধীন থাকেন না বা অন্য কোন যুগের পরিত্যক্ত বাগ্‌ধারাকে গ্রহণ করেন। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, তিনি কোন কোন স্থলে মানুষের গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণের অধীনে চলেন না। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কুরআন শরীফে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এই আয়াতে ان هذين لسا حران (সূরা তাহা : ৬৪) (অর্থ : এই দুইজন অবশ্য বড় যাদুকর—অনুবাদক)। মানুষের ব্যাকরণ অনুযায়ী ان هذان হওয়া উচিত। (ক্রমশঃ)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের বাণী (আইঃ)

অনুবাদ : মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

(৯ই সেপ্টেম্বর, '৯৪ইং ৯ই তবুক হিঃ শাঃ ইংল্যাণ্ডের মসজিদ ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত)

তাশাহহুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (আইঃ) বলেন :—

আজকে খুৎবার প্রারম্ভে যে ইজতেমা বা জলসাসমূহের ঘোষণা প্রদানের বাসনা প্রকাশ করা হয়েছে তা এইরূপ—

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জিলা বাহাওয়াল নগরের বাৎসরিক ইজতেমা গতকাল ৮ই সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আজ খুৎবা প্রদানের সাথে শেষ হবে। মজলিস আনসারুল্লাহ্ জিলা টুবাটেক সিঙ্ঘ এর এক দিনের সালানা ইজতেমা আজ থেকে শুরু হয়ে আজই শেষ হবে। লুবাই লাজনা ইমাইল্লাহ ও নাসেরাতুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ৯ই সেপ্টেম্বর সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মজলিস আনসারুল্লাহ জিলা ওমরকোটের বাৎসরিক ইজতেমা আজ থেকে শুরু হচ্ছে কাল সমাপনে পৌঁছবে। মজলিস আনসারুল্লাহ মন্ট্রীলের বাৎসরিক ইজতেমা ১১ই সেপ্টেম্বর রোজ রবিবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নাসেরাতুল আহমদীয়া কোয়েটার বাৎসরিক ইজতেমা ১১ই সেপ্টেম্বর রোজ রবিবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মজলিস আনসারুল্লাহ জিলা হায়দ্রাবাদের সালানা ইজতেমা ১১ই সেপ্টেম্বর রোজ রবিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মজলিস আনসারুল্লাহ জিলা বদইয়ানের ইজতেমা ১২ই সেপ্টেম্বর এবং জিলা মীরপুরের ১২ই সেপ্টেম্বর রোজ মঙ্গল ও বুধবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ ছাড়াও জুরিখ থেকে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে জামাতে আহমদীয়া সুইজারল্যাণ্ডের ১২শ বাৎসরিক ইজতেমা শুক্রবার ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১১ই সেপ্টেম্বর রোজ রবিবার পর্যন্ত চলবে। এ ছাড়া আরও জামা'তে আহমদীয়া দিল্লীর প্রেসিডেন্ট সাহেব সংবাদ দিয়েছেন যে, এই বৎসর প্রথমবারের মত দিল্লীতে ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ রোজ রবিবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বাৎসরিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

এলানসমূহ ঘোষণা করার এই যে রীতি আরম্ভ হয়েছে এইটি এখন আর বাড়তে দেয়া যায় না। ভবিষ্যতে যদি এলান করতে হয় তবে শুধু দেশীয় গুরুত্বপূর্ণ ইজতেমাসমূহের এলান করা হবে, কিংবা এমন কোন এলান যার বিষয়ে আমি বুঝি যে, উহা জামা'তের আন্তরিকতার মুখাপেক্ষী অথবা কোন কারণে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য জরুরী। বাস্তবে এই যে রীতি যা শুরু হয়েছে তা এখন নব এক রূপ পরিগ্রহ করেছে। বার কয়েক

করে চিঠি আসে, Fax ও পাওয়া যেতে থাকে এবং নিয়মমত আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপন আরম্ভ হয়ে যায় যে, আপনাকে অমুক সময় Fax পাঠানো হয়েছিল, আপনি আমাদের এলান কেন করলেন না (?) অমুক সময়ে উহা পূর্বব্যক্ত করা হয়েছিল, তবুও আপনি এলান করেন নি। অতঃপর কথা শেষ হওয়ার পরও পুনরায় জানানো হয় সবাই—আমাদের জামা'তের কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণ আমাদের জিজ্ঞেস করে যে—কি হোল? আমাদের বিরুদ্ধে কি কথা যে, আমাদের এলান ঘোষিত হচ্ছে না (??) অতএব এটি দোয়ার আবেদন নয় নাম জাহির করার রীতিতে পরিণত হয়েছে—যাহা মস্ত বড় আঘাত এবং আমাদের ঈমানের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে। এ কারণে পরবর্তীতে এই রীতি-পদ্ধতি বন্ধ করা হলো; ঐ গুলো ছাড়া—যে গুলো দেশীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ইজতেমা বা জলসা কিংবা যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি কোন কোনটি ব্যতিক্রম হিসেবে অন্তর জয় করার টানে নিজে থেকেই করি এবং এতে কোন দরখাস্তের যোগসূত্র থাকবে না বরং আল্লাহ্‌তা'লা যদি নিজে আমার অন্তরে কোন জামা'তের আন্তরিক নিষ্ঠার ধারণা দান করেন এবং দক্ষতা ও প্রজ্ঞা এবং বিজ্ঞতা ও নিপুণতা বিবেচনায় জরুরী মনে করলে নিজে থেকেই আমি এমন এলান করব। অবশিষ্ট ইজতেমাগুলো যেগুলোর ঘোষণা বাকী রয়ে গিয়েছিলো এখন ওগুলোর এলানও এবার করে দিচ্ছি। কেননা, এরপর পুনঃ অভিযোগ আরোপের এই রীতি বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। এক—ঘানার আমীর আমাদের পাশে বসা রয়েছেন—মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘানার ন্যাশনাল ইজতেমা ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এলান সম্ভব হয় নাই। লাজনা ইমাইল্লাহর জিলা পর্যায়ের ইজতেমা—কোথাকার লাজনা ইমাইল্লাহ লিখা নেই ৬ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে—কোন (?) লাজনা ইমাইল্লাহ, যারাই থাকুক তাদের ইজতেমা বা-বরকত ও কল্যাণমণ্ডিত হোক [এতে উপস্থিত সকলে সরবে আমীন বলায় হুযুর (আইঃ) বলেন]—অন্য সবার জন্যও, কেবল এই এক-এর জন্য আমীন নয়। মজলিস আনসারুল্লাহ জিলা করাচী এবং হাফেযাবাদ-এর বাৎসরিক ইজতেমাসমূহ ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে হয়েছে এবং মজলিস আনসারুল্লাহ জিলা নওয়াবশাহ-এর ইজতেমা ৭ই সেপ্টেম্বর রোজ বুধবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মজলিস আনসারুল্লাহ সিন্ধুর-এর ইজতেমা ৮ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খুৎবা প্রদানের যে ধারাবাহিকতা আমি শুরু করে রেখেছি তাতে মানবীয় সম্পর্কাদির ক্ষেত্র ও পরিধি দৃষ্টিপটে রয়েছে এবং ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির পারস্পরিক কাজকর্ম ও লেন-দেনের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে ও উন্নততর অবস্থা গড়বার প্রয়োজনে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এরই উপদেশবাণী দ্বারা লাভবান ও সম্পদশালী করে চলছি। যতদূর সম্ভব তিনি (সাঃ) এরই ব্যবহৃত শব্দাবলী দ্বারা—তাঁর পূত-পবিত্র চরিত্র ও আদর্শের

ধারক জামাতের কাছে প্রত্যাশা রাখি-যারা হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর পদতলে ঠাঁই লাভের স্বাভাবিক প্রবণতা রাখে। সুতরাং হাদীসসমূহ তাঁর (সাঃ) ব্যবহৃত শব্দাবলী দ্বারা উপস্থাপন করা হচ্ছে-কোথাও যদি প্রয়োজন বোধ করি তবে কোন কোন অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অথবা উহা থেকে অন্তর্নিহিত যে বিষয়-বস্তু প্রকাশমান হয় উহার উপরও আলোকপাত করা হয়ে যাবে।

হযরত মা'আয বিন জবল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে—আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, 'যেখানেই তুমি থাক আল্লাহ্‌র তাকওয়া (খোদা-ভীতি) অবলম্বন কর'। যেখানেই তুমি থাক আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর—ইহা খুবই গভীর মর্মার্থবোধক বাক্য। অর্থাৎ এই ধারণা কেন কারো জাগলো যে, যেখানেই তুমি থাক যেখানে কিনা আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান আর এটি এমন মহান ব্যক্তির বাণী যার কিনা শুধু খোদার সত্তায় দৃঢ় ও পূর্ণাংগ বিশ্বাস রয়েছে বরং তাঁর (অর্থাৎ খোদার) সর্বদা-সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকার বিষয়েও সম্পূর্ণ নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে। এবং তাকে বাদ দিয়ে (ছাড়া) মাথায় এই ধান-ধারণা-চিন্তাভাবনার উদ্রেকই হ'তে পারে না যে—যেখানেই তুমি থাক আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। 'যদি কোন অপকর্ম—মন্দ কাজ করে বস তবে এর পর সৎকর্ম করার চেষ্টা কর-এই সৎকর্ম ঐ মন্দ কর্মকে মুছে দিবে।' কুরআন করীমে আল্লাহতা'লা বলেছেন—ইন্নাল হাসানাতা ইউযিহবানাস্ সাইয়্যাত অর্থাৎ সৎকর্ম মন্দকে দূর করে দেয়। উর্দু বাক রীতিতে বলা হয় 'খা যাতি হ্যা' (খেয়ে ফেলে) তবে উর্দু বাগধারায় ভুল রয়েছে। কেননা, সৎকর্ম তো মন্দের উপর থুথুও ফেলে না-এজন্য খেয়ে ফেলবার কি প্রশ্ন (?) থাকতে পারে। হ্যাঁ, উহাকে বিলীন করে দিয়ে থাকে যেমন কুরআনের বাগধারায় আছে 'যাআল হাক্কু ওয়া যাহাক্কাল বাতেল ইন্নাল বাতেলা কানা যাহুকা' অর্থাৎ সত্য—হাক্ক এলো যখন, মিথ্যা পালালো। কেননা, মিথ্যার নির্ধারণীতে পালানোই অবধারিত। অতএব সৎ এবং মন্দ কর্মের উপমা আলো ও আঁধারের মত এবং সত্য ও মিথ্যারও একই উপমা। সুতরাং ইউযিহবিনাস্ সাইয়্যাত'—ই সঙ্গত বাগধারা এবং এমনই হওয়ার ছিল। কেননা, ইহা আল্লাহ'র কালাম (বাক্য/কথা)। বলা হচ্ছে যে—সৎকর্ম যখন আসে মন্দকে তখন বিদূরীত করে দেয়। এ বিষয় বুঝাবার প্রয়োজন এ কারণে দেখা দিয়েছে যে, সামনে এগিয়ে যে বিষয় আসছে উহার কোন ভুল ফল দেখা না দেয়। বলেছেন—যদি কোন মন্দ কর্ম করে বস তবে এর পর সৎকর্ম করার চেষ্টা কর। এই রীতি না মানুষ চালু করে বসে যে—মন্দকর্ম নির্ভয়ে অবলম্বন করে এবং মন্দকর্ম চালিয়েই যেতে থাকে এবং বলে—এরপর আমি কিছু সৎকর্ম করে নিব এবং মন্দ দূর হয়ে যাবে। এখানে মন্দের প্রভাব এবং উহার কষ্ট ও শাস্তির জপমালা চলছে না—এই বিষয় যা কুরআন করীম বর্ণনা করেছে। কুরআন আরও বলেছে যে-

নেকী বা সৎকর্ম হচ্ছেই উহা যা মন্দকে বাইরে নিক্ষেপ করে। অতএব যদি প্রতিবার ঐ মন্দই করা হয় আর ওরই উপর হঠকারী জেদ করা হয় আবার এই হাদীসের ভুল অর্থ বুঝে নিয়ে সৎকর্ম করে উহার শাস্তি থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করা হয় তবে তো ইহা নেহায়েৎ বেকুফী (বড়ই নির্বুদ্ধিতা)। এর (এমন কর্মের) এই হাদীসের বিষয় বস্তুর সাথে কোনই সম্পর্ক নেই। উদ্দেশ্য হচ্ছে—

সৎকর্ম কর। যদিও বার—বারই দুর্বলতা হয়ে যায় কিন্তু এ কারণে নয় যে, সৎকর্ম করে আমি দুর্বলতা ঠিক করে ফেলব। এটি অজ্ঞতা, এটি আল্লাহর কালাম সম্পর্কে জ্ঞানহীনতা বরং এক প্রকার ঔদ্ধত্যের নামান্তর।

এইজন্য বিষয় বুঝে নিন—উদ্দেশ্য এই যে—যদি মন্দকর্ম হয়েই যায় আর ঐ মন্দ দূর করবার জন্য আপনার মধ্যে শক্তি না থাকে তবে উহার চিকিৎসা এই যে-সৎকর্ম করুন এবং যখন সৎকর্ম করছেন সৎকর্মের আস্বাদনপূর্ণ মুষ্টি তখন আপনাকে হাতে উঠিয়ে নেয় এবং সৎকর্মের সাথে এমন এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এর বিপরীতে মন্দ কর্মে মজা ও আনন্দ কম লাগতে থাকে, এতটা যে, ঐ মন্দ বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং—

যদি অনিচ্ছায় গুনাহ হয়ে যায় বা অনিচ্ছায় যদি বারংবারই হয় তবে এই নিয়্যাতের সাথে সৎকর্ম করা উচিত যে, ঐ মন্দ বিলীন করতে সৎকর্ম থেকে সাহায্য নিতে হবে এবং সৎকর্মে লেগে থাকা এতটা চালু রাখা যে—মন্দের জন্য কোন সঙ্কুলান স্থান অবশিষ্ট না থাকে।

এবং উহার ঐ অবস্থায়ই হয় যেমন "জাআল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতেল"—সত্যের জ্যোতিঃ যখন আসে তখন বাতেল বা মিথ্যার আঁধার নিজে থেকেই পালিয়ে যায়—উহা একত্রে থাকতেই পারে না।

তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন—'মানুষের সাথে ব্যবহারে সুন্দর এবং আচরণে উত্তম হও'। (তিরমিযী) মানুষের সাথে ব্যবহার ও উত্তম আচরণও সৎকর্মের উদাহরণ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। যখন এই বলেছেন যে—সৎকর্ম কর, তখন এই সৎকর্মের মধ্যে এক সুন্দর ব্যবহার আর উত্তম আচরণও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। এবং এটি সার্বজনীন-ভাবে পালনীয় এক সৎকর্ম—যদ্বারা সমাজ শোধরায়-সংস্কার হয় এবং সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নির্মলতা, নম্রতা এবং ভদ্রতা ও শালীনতা সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জন্য একে সাধারণ নিয়ম রীতিতে পরিণত করা জরুরী যে—

প্রত্যেকের সাথে উত্তম আচরণ করা, লেন-দেন উত্তম করা এবং প্রীতি ও ভালবাসার সাথে হেসে কথা বলা, আন্তরিকতা প্রদর্শন করা—এই-ই যা

কিনা প্রাত্যহিক জীবনে আচার ব্যবহারের প্রয়োজন। ওগুলো সম্পন্ন করা ঐ সৎকর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন যার মাধ্যমে মন্দ বিতাড়িত হয়।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমার এক মামা ছিলেন যিনি বাচ্চাদের-শিশুদের ঝাড়ফুঁক দিতেন। হুযুর (সাঃ) যখন ঝাড়ফুঁক করা নিষেধ করলেন তখন তিনি হুযুর (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপনি ঝাড়ফুঁক করা বারণ করেছেন কিন্তু আমি শিশুদের ঝাড়ফুঁক করি এবং জনগণের এথেকে উপকার হয়ে থাকে। এই কথায় তিনি (সাঃ) বললেন, তোমাদের যে কেউ নিজের ভাইদের কোন উপকার করতে পার সে অবশ্যই করুক। উদ্দেশ্য এই যে, ঝাড়ফুঁককে জীবিকা বা পেশা বানানো বৈধ নয় এবং এটি আল্লাহ্ তা'লার আয়াত বিক্রি করার নামান্তর। অর্থাৎ এটিও এক রকমের বিক্রয় যে মানুষ কুরআন করীমের কিছু আয়াত কিংবা আরও কিছু সৎবাক্য পাঠ করে কারও উপর ফুঁক দেয় অতঃপর তার কাছ থেকে অর্থকড়ি উসুল করে; কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) উহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও জানিয়ে দিয়েছেন—যদি খোদার কালাম থেকে তুমি বরকত ও কল্যাণ লাভ করতে গিয়ে কাউকে উপকার পৌঁছাতে চাও এবং তোমার অভিনিবেশ ও অভিজ্ঞতা বলে যে, এথেকে উপকার হয়ে থাকে তবে এই সৎকর্মের ইচ্ছা নিয়ে ঝাড়ফুঁক করায় বাধা দিও না। কেননা, এটি এই বিষয়-বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত নেই যার সম্পর্ক খোদার আয়াত বিক্রির সাথে। (মুসলিম) আরও এক ক্ষেত্রে যেমন আমি পূর্বেও কয়েকবার বর্ণনা করেছি। দুই সাহাবী কোন স্থানে জটিল অবস্থায় পতিত হলেন এবং খাবারও পানি থেকে বঞ্চিত রইলেন। এক গোত্র তাদেরকে নিজেদের শত্রুপক্ষের লোক মনে করে (তাদের গোত্রীয় এলাকার) ভিতরে প্রবেশ করতেই আটক করলো। কিন্তু তাদের সরদার যে সময় জানতে পারলো (তখন) সে কঠিন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত ছিল: এ অবস্থায় তার ধারণা হল যে, হয়তো তাদের কাছে কোন টোটকা ব্যবস্থাপত্র এমন হবে, যদ্বারা আমি ভাল হয়ে যাব। তাদের (কাছে লোক পাঠিয়ে) লোক মারফত ডেকে পাঠালো। অতঃপর যখন তারা সূরা ফাতেহা পাঠ করে ফুঁক দিল তার ব্যথা তৎক্ষণাৎ উপশম হয়ে গেল। এরপর যে উপহার সামগ্রী সে সামনে আনল উহা তারা খেলো। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাকালে একজন বলে যে, এটি হারাম তো হয়ে যায় নি। কেননা, আমার আশঙ্কা হচ্ছে। অপরজন বলে যে, না, জায়েয বা বৈধই হয়েছে। আঁ হযরত (সাঃ) উহা বৈধ হওয়ার ফতোয়া এভাবে দিয়েছেন যে, তাদের থেকে স্বয়ং এক টুকরা গোশ্ত চেয়ে নিয়ে সেটি নিজে খেলেন এবং বললেন যে—হ্যাঁ, এ রকমটি জায়েয-বৈধই বটে। কেননা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যও বৈধ। সুতরাং তাকওয়ায় যিনি সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে রয়েছেন যদি তাঁর জন্যই

জায়েজ বা বৈধ তবে জনমানুষের জন্য কোনরূপ নিষেধের প্রয়োজন নেই। এই হাদীসের সাথে বৈপরীত্য বা দ্বন্দ-সংঘাত নেই। এইটি আমি এই উদ্দেশ্যে পুনর্বার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি—একব্যক্তি কারও সাথে সদ্ব্যবহার সৎকর্ম করে এবং সেব্যক্তি সৎকর্মের বিনিময় হিসেবে কোন উপহার পেশ করে-তবে এটি আয়াত বিক্রয়ের গণ্ডির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনটি যদি হোত তবে নাউযুবিল্লাহ্ রসূলে আকরাম (সাঃ) না অনুমতি দিতেন, না উহা থেকে নিজে কিছু খেতেন। অতএব এ কারণে এমন মনে করবেন না যে, এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ বা সংঘাত রয়েছে। বিষয়-বস্তু এই যে-এই নিয়্যতের সাথে খোদাতা'লার কালাম থেকে লোকদের উপকার করো না যে, এর পরিবর্তে তারা কিছু অর্থকড়ি দিক—এটি না দাবী হতে পারে আর না নিয়্যত। হ্যাঁ,—উপকারের উদ্দেশ্যে, সমগ্র মানবকুলের প্রতি ভালবাসার জন্য যে ঝাড়ফুঁক আপনারা দিয়ে থাকেন তা সম্পূর্ণই জায়েয বা বৈধ। এতে আবার উপকার লাভকারী যদি কোন উপহার দেয় তবে উহা আপনাদের জন্য উপহারই, ওই ঝাঁড়ফুকের মূল্য নয়।

আবু আহসান বর্ণনা করছেন যে, হযরত ওমর বিন সরাহ হযরত মাবিয়া (রাযিঃ) আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন যে—আমি আঁ হযরত (সাঃ)-কে এই বলতে শুনেছি যে—'যেই ইমাম বা নেতা সাহায্যপ্রার্থীদের ও অভাবগ্রস্থদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে রাখে আল্লাহ্তা'লাও তাঁর প্রয়োজনাদির জন্য আসমানের দ্বার রুদ্ধ করে দেন। হুযুর (সাঃ)-এর এই বর্ণনা শুনবার পর হযরত মাবিয়া এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে ফেললো—যে জনগণের প্রয়োজন এবং অসুবিধা-সমূহ টুকে নিয়ে তাদের অভাব পূরণ করে। (তিরমিযী)। এই যে হাদীস, এটি প্রণিধানযোগ্য এবং এর প্রতি আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথম কথাতো এই যে—যে মানুষের প্রয়োজন পুরা করে তার প্রয়োজন খোদা পুরো করে থাকেন। এতো প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত এক বিষয় যা অপর হাদীসেও পাওয়া যায় এবং এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশই নেই বা নিরসন করা যেতে পারে—যে এমনটি করে না অর্থাৎ যে দরিদ্রদের জন্য নিজ দ্বার বন্ধ করে তার প্রয়োজনের জন্যও আসমানের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এর বিষয়-বস্তু সাধারণ বা সার্বজনীন নয়। কেননা, যদি এ বিষয়-বস্তু সাধারণ হয় তবে দুর্ভাগা-এমন যত লোক আছে যারা ধনবান ও বিত্তশালী অথচ দরিদ্রদের জন্য নিজেদের দ্বার বন্ধ করে রাখে—কিংবা ঐ ধনী জাতিসমূহ যারা নিজেদের ধনসম্পদ গরীব জাতিগুলোর জন্য ব্যয় করে না বরং ব্যবসা-বাণিজ্য বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তা ব্যবহার করে থাকে—তাদের যাবতীয় প্রয়োজন বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল এবং এই সমস্ত লোক দেখতে দেখতেই অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অতএব এই হাদীসের বিষয়-বস্তু সার্বজনীন ভাবা ঠিক নয়। আমার অভিনিবেশ নির্দেশ করে যে—খোদার বান্দাদের

মধ্যে যার সামান্যও ঈমান রয়েছে যাকে আল্লাহ্ রক্ষা করতে চান এমন সাজা বা শাস্তি কেবল তাকেই দেন পক্ষান্তরে যে খোদা থেকে দূরে সরে গিয়েছে, যার থেকে আল্লাহ্ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তাকে এমন শাস্তিও দেওয়া হয় না। অতএব শাস্তি প্রদান কখনও কখনও ভালবাসারই প্রকাশ হয়ে থাকে। আবার শাস্তি প্রদান না করাও কঠোর শাস্তি হয়ে থাকে। এই হাদীসটির এই বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। কতক লোক যারা খোদাকেই স্মরণ করে তার প্রতি ভালবাসাও রাখে আবার নিজেরই দুর্ভাগ্যের কারণে এতটা বঞ্চিত হয়ে থাকে যে, এরপরও তাদের সংশোধন হয় না এবং খোদার বান্দাদের প্রতি তারা আশিস বন্ধ করে দেয় যা আল্লাহ্ তাদের দান করেছেন। এতে আল্লাহ্‌তা'লা তার (এমন ব্যক্তির) উপর আপন আশিসের দ্বার রুদ্ধ করেন—তাকে বুঝানোর জন্য তাকে বাঁচানোর জন্য এবং অনেক সময় এমন ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করে রক্ষা পেয়েও যায়। আবার যে, রক্ষা না পায় খোদা বিমুখ হয় সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব, এটি এরূপ বিষয়-বস্তু যা গভীরভাবে বুঝে নেয়া দরকার এবং এটি কেবল এই ক্ষেত্রের সাথেই সম্পর্কিত নয় যে—অভাব মোচন করা হোক—প্রয়োজন মেটানো হোক বরং দৈনন্দিন জীবনের আরও অভিজ্ঞান রয়েছে যা থেকে পথ-নির্দেশ মিলে যে, আল্লাহ্‌তা'লা নিজ বান্দাদের সাথে—যার সাথে তিনি সুগভীর সম্পর্ক রাখেন—যার থেকে তিনি উন্নতমার্গের সদাচারের প্রত্যাশা রাখেন, তার সামান্যতম বিচ্যুতি ও দোষত্রুটিও তিনি কোন কোন সময়ে পাকড়াও করেন এটা বুঝাতে যে—তোমার এ বিষয়ে (আচরণ) আমার পসন্দনীয় নয় এবং এভাবে তাকে সাধারণ এক শাস্তি দিয়ে তা বুঝিয়ে দেন এবং অতঃপর তিনি তার সাথে আবার অসাধারণ ভালবাসাপূর্ণ নিবিড় সম্পর্ক প্রদর্শন করে তার অভিভাবকত্ব করে থাকেন।

এই যে বান্দাদের সাথে খোদার সম্পর্ক এটি মানবীয় সম্পর্কাদির ক্ষেত্রেও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বোধগম্য হয়। কতক লোক কারও সাথে বিরূপ আচরণ করেই চলে কিন্তু এতে তার কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। এর কোন প্রত্যুত্তরও সে দেয় না; কিন্তু নিজের প্রিয়জন কেউ যার উপর তার আস্থা রয়েছে, তার সামান্যতম অবজ্ঞা বা নির্বুদ্ধিতায়ও অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং সে বার বার তার প্রতি দৃষ্টি ফেরায় বা তাকে তাৎক্ষণিকভাবে নিজের অসন্তুষ্টি বুঝানোর চেষ্টায় কোন না কোন চিহ্ন বা ইশারা-ইঙ্গিত প্রদর্শন করে। এটি এজন্য যে—যাতে সে বুঝে যায় এবং তার উত্তম পবিত্র সম্পর্ক পুনর্বার তার সাথে বহাল হয়ে যায়—কেননা, মানুষকে আল্লাহ্‌তা'লা আপন ফিতরতের উপর সৃষ্টি করেছেন যেভাবে কুরআন করীমে রয়েছে তাতে এ উদ্দেশ্যই রয়েছে যে—যত স্বভাব মানুষের প্রাপ্তি ঘটেছে তা খোদার ফিতর বা তার গুণাবলী অনুযায়ীই তার বিরোধী নয় উদ্দেশ্য এ-ও নয় যে—খোদার যাবতীয় গুণাবলী মানবের মাঝে প্রকাশিত—না খোদার সমগ্র গুণ ফিরিশতার

মধ্যে প্রকাশমান না মানুষের মাঝে বরং খোদার সৃষ্টির শক্তি তা ধারণে অক্ষম। এবং প্রত্যেক সৃষ্টি তুচ্ছই হোক আর উন্নতই হোক খোদার গুণাবলী অবশ্যই তার মাঝে প্রকাশমান হয়—কোথাও কম কোথাও বেশী। তা'হলে উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে—মানুষকে আল্লাহ্‌তা'লা নিজ গুণাবলীর প্রকাশক নমুনায় উপনীত করতে তত্টা শক্তিসীমা পর্যন্ত দিয়েই সৃষ্টি করেছেন আর এই নমুনা বা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত রাখাই প্রকৃত নেকী বা সৎকর্ম এবং এ ভাবেই খোদাওয়ালা মানুষের উদ্ভব ঘটে। অতএব, যিনি নিজ প্রকৃতি ও স্বভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেন যাতে ঐশীগুণাবলী থাকে তিনি খোদাযুক্ত অথবা 'বা-খোদা' হয়ে উঠেন। কোন ব্যক্তি এই গুণাবলীর বিষয়টি উপেক্ষা করে যদি খোদার সমীপে মাথা ঠুকাকেই ইবাদত বা উপাসনা জ্ঞান করে আর জীবনের উদ্দেশ্য ও ঐশীগুণাবলী থেকে চক্ষু মুদে রাখে, ঐশীগুণাবলীর সামনে ঘাড় না পাতে সে ব্যক্তি ভ্রমে নিপতিত যে, আমি ইবাদত করে চলছি বরঞ্চ তার ইবাদত কেবল দেহ-সঞ্চালন বৈ-এর থেকে অধিক মর্যাদাকর কিছু নয়। অতএব আঁ হযরত (সাঃ) যে কথা বলেন, যেহেতু তা ঐশীগুণাবলীর পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছায়া এ কারণে ঐশীগুণাবলীর পরিমণ্ডলেই ঐ বাণীসমূহের উপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করা উচিত এবং ঐশীগুণাবলী যদি কারও সঠিক ও যথাযথ বোধগম্য না হয় তবে এমন ব্যক্তির পবিত্র স্বভাবপ্রকৃতি ও গুণাবলীর নমুনা থেকে তা হৃদয়ঙ্গম হতে পারে—যে ব্যক্তি কোনক্ষেত্রে নিজ স্বভাব ও প্রকৃতি হেফাযত বা সংরক্ষণ করে এসেছে, সে যখন নিজ অন্তরাত্মায় তলিয়ে দেখে নিজ সম্পর্কাদির তত্ত্ব-তালাশ ও হিসেব-নিকেশ করে নেয় তখন তার হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর ঐ বাণী যা খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ক তা বোধগম্য হতে শুরু করে।

হ্যাঁ, আরও এক বিষয় এতে স্মর্তব্য হয়েছে যে—হযরত মাবিয়া (রাঃ) এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করল যখন হযরত মাবিয়া (রাঃ) এটা শুনলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন যে—'যে ব্যক্তি মানুষের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে, আল্লাহ্‌তা'লা আসমানেও তার জন্য দুয়ার বন্ধ করে দেন'। —এতে তিনি এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন—যে জনগণের অভিযোগ অনুযোগের হিসাব পূরো করবে—এটি হাদীস নয় এটি হযরত মাবিয়া (রাঃ)-এর নিজস্ব এক কর্মপন্থা যা বর্ণিত হয়েছে আর আমার ধারণায় এ কর্মপন্থা এই হাদীসের বিষয়-বস্তুর সাথে যথাযথ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বা এক বাদশাহের কোন দারোয়ান নিযুক্ত করা, কোন এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা—যে জনগণের অভাব-অভিযোগগুলো পূরা করতে থাকে—অবশ্যই এই হাদীসের উদ্দেশ্যানুযায়ী নয়। এটি একটি পৃথক বিষয় যা বাদশাহগণের দায়িত্বাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তা পালন করা উচিত। আর এর (অর্থাৎ উল্লিখিত হাদীসের) সম্পর্ক মানব অন্তরের সাথে। সেই ব্যক্তি যার অন্তঃকরণ মানব সন্তানের চাহিদা ও অভাব

পূরণের জন্য উন্মুক্ত থাকে—যার স্বভাব প্রকৃতির দ্বারসমূহ দুর্বল ক্রোধে পতিত নিরুপায় বান্দাদের জন্য সহানুভূতির সাথে উন্মুক্ত থাকে এবং তার কল্যাণ ঐ দ্বারসমূহ থেকে সর্বদা তাদের জন্য উৎসারিত হতে থাকে—এটি হচ্ছে সেই বিষয় আসমানের দ্বার উন্মুক্ত অথবা তার বিপরীতে উহা রুদ্ধ হওয়ার সাথে যার সম্পর্ক বিদ্যমান। অতএব, সেই সকল লোক যারা প্রকৃতই মানব জাতির কল্যাণ সাধনে নিমগ্ন থাকে তার স্বভাব প্রতিমুহূর্তেই তলবী করে যে—অভাবগ্রস্তদের চাহিদা পূরণ করা হোক—রোগাক্রান্তদের আরোগ্য দান করা হোক আর দুর্দশাগ্রস্তদের দুর্দশা লাঘব করা হোক—এরাই তারা যাদের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত রয়েছে—না তারা যারা কারো খেয়াল রাখার জন্য দারোয়ানদের নির্দেশ দিয়েছে বা কর্মচারীদের নির্দেশ দান করেছে। অতএব, এই পবিত্র পরিবর্তন যদি স্বভাব-প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয়ে যায়—আর এভাবে মানবীয় প্রকৃতির দ্বারসমূহ খোদার অভাবী বান্দাদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় তবে এই হাদীসে বিষয়ের যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় তা-ও সন্দেহাতীতভাবে সঠিক প্রতিপন্ন হয় যে, আসমানের দ্বারসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাদের প্রয়োজনগুলোর প্রতি স্বয়ং দৃষ্টি রাখছেন।

এই হাদীসগুলো—এগুলোর তথ্যসূত্র দিতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। যেটি আবু হুসেন (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস এটি তিরমিযীর হাদীস আর ঝাড়ফুঁকের হাদীস যেটির উল্লেখ করেছি তা মুসলিম শরীফের কিতাবুস্ সালাম থেকে নেয়া হয়েছে এবং যে কোন স্থানেই তুমি হও তাকওয়া অবলম্বন কর—এই হাদীস যেটি রয়েছে তা কিতাবুল বির থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

এখন অপর এক হাদীস ইমাম মালেকের 'মুয়াত্তা' (গ্রন্থ) থেকে নেওয়া হয়েছে। হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) ইয়াহিয়া মা'যনী (রাযিঃ)-এর বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করছেন যে—যাহাক বিন খলীফা মদীনার এক মরুদ্যান (পানির উৎস বা ঝরণা) থেকে পানির এক নালা কাটতে চাইলেন যাতে নিজের জমিতে পানি সিঞ্চন করে উর্বরতা বৃদ্ধি করতে পারেন। এই নালা যেটি মুহাম্মদ বিন মুসলেমা'-র জমি হয়ে যাওয়ার ছিল। মুহাম্মদ বিন মুসলেমা সেই অনুমতি দিলেন না। যাহাক তাকে বললেন যে, তুমি কেন বাধা দিচ্ছ এতে তো তোমারও উপকার রয়েছে। প্রথমে তুমি তোমার নিজের জমিতে পানি দিয়ে নিও অতঃপর সে ও উপকার লাভ করতে পারে তোমার কোনই ক্ষতি নেই; কিন্তু মুহাম্মদ বললো, জমি আমার, আমার ইচ্ছা। আমি অনুমতি দিচ্ছি না। যাহাক আমীরুল মুমেনীন ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) সমীপে এই বিপদের কথা জানালে তিনি (রাঃ) মুহাম্মদ বিন মুসলেমাকে ডাকালেন এবং বললেন—সে যাহাকের কথা মেনে নিক, কিন্তু মুহাম্মদ বিন মুসলেমা সরাসরি অস্বীকার করলো। হযরত ওমর (রাঃ) বুঝালেন, তবে নিজ ভাইয়ের কল্যাণ লাভে কেন বাদ সাধছো কিন্তু এতেও সে নিজ জেদে বহালই রইলো। এমন কি এ-ও বললো—খোদার কসম, আমি তাকে অবশ্যই অনুমতি

দেব না অর্থাৎ খোদার কসম কাটলো যাতে হযরত ওমর (রাঃ) ওই কসমের সম্মান রক্ষায় অধিক চাপ না দেন। এখন প্রথম বিবেচ্য বিষয় এই যে, যদি কোন বিষয়ে খোদার কসম খাওয়া হয় তবে তো সে ব্যক্তি যে খোদার প্রতি ভালবাসা রাখে বা খোদার জন্য অসাধারণ সম্মানজনক মর্যাদা অন্তঃকরণে রাখে সে তো বিরত থাকে ; কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) কি এই কসমের কারণে বিরত থেকেছিলেন (?) অবশ্যই নয়। হযরত ওমর (রাঃ) নির্দেশ দিলেন এই সেচ-নালা যদি তোমার পেটের উপর দিয়েও নিতে হয় তবুও আমি অবশ্যই তা প্রবাহিত করবো এবং তা প্রবাহিত করলেনও—মানব জাতির কল্যাণ সাধনের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী তুমি হয়েছো কী !

এবারে এ বিষয়-বস্তুতে দুটো বিষয় রয়েছে যা প্রণিধানযোগ্য—এক ঘটনাক্রমে হযরত আকদস মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আক্‌দ কারও সাথে হয়। এটি সেই বদনসীব দুর্ভাগ্যবতী মহিলা যে 'আয্‌ওয়াজে মুতাহ্‌হারাত'-এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে নি এবং আঁ-হুযুর (সাঃ) যখন (তার) কক্ষে প্রবেশ করলেন সে সময় সে বলে বসলো যে—আমি খোদার নামে তোমাকে আমার কাছে আসতে বারণ করছি। আঁ হুযুর (সাঃ) ঐ মুহূর্তে থেমে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন। আর সে (আকদের) বিষয়টি এমন হয়ে গেল যেমন—সে অপসন্দনীয় ছিল, তার কোন অস্তিত্বই যেন ছিল না, যেখানে খোদার নামের মান সম্মানের মর্যাদার সম্পর্ক রয়েছে কোন ব্যক্তির নিজস্ব সত্ত্বাধিকারের সম্পর্ক যতদূর রয়েছে আল্লাহ্‌র নামের মর্যাদা রক্ষার বোধ যার আছে, তার সাথে নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক আছে—সে এরপর সামান্যতম জেদও করে না—যে বিষয়ের উপর তাকে খোদার নামে বারণ করা হচ্ছে। কিন্তু যেখানে খোদার সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌তা'লার নাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে—এমন সব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে—যে ব্যাপারে খোদা অধিকার দেন নাই—সেখানে কেবল খোদার নামেই দোহাই দিয়ে বারণ করা বা বিরত রাখা আল্লাহর নামের মর্যাদা সংরক্ষণ বা বৃদ্ধি নয় বরং আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশাবলীর পরিপন্থী অভিনয় বিশেষ। অতএব, এই যে দু'টো হাদীস—এতে কেহ পরস্পর বিরোধিতা (রয়েছে) মনে করে এমন না বুঝে যে—রসূলে আকরাম (সাঃ) তো এমন নমুনা দেখিয়েছেন কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হওয়া সত্ত্বেও খোদার নাম শুনার পরেও বিরত হোন নি। বরঞ্চ এই বলেছেন যে—আমি তোমার পেটের উপর দিয়ে নালা নিতে হলেও তা অবশ্যই নিয়ে যাব। এটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই সিদ্ধান্ত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রকৃতিসম্মত এবং কুরআনের শিক্ষানুযায়ীই হয়েছে—এক ভাইয়ের যে উপকার বা কল্যাণ লাভ হতে পারে তাতে বাধা দেয়া অনুচিত তবে যদি সে নিজের সাধারণ কোন ব্যাপারে বাধা দেয় তার ভিন্ন এক

মসলা আছে। কিন্তু ব্যক্তির উপর ব্যক্তির শাসন-ক্ষমতার যতদূর সম্পর্ক রয়েছে—যেখানে সাংবিধানিক আইনের বিষয় এসে যায় এবং সিভিল রাইট-এর বিষয়ও এতে রয়েছে সেখানে শাসনাধিপতি বা শাসকগণের অবশ্য কর্তব্য যে সিভিল রাইট (এর বিষয়) খোদার (প্রদত্ত) শিক্ষানুযায়ী জারী করে। ব্যাস, আজকাল আমাদের দেশগুলোতে এমন হয় যে—কখনও কখনও এক ধনাঢ্য ব্যক্তির জমির উপর দিয়ে কোন গরীব ব্যক্তির সেচ-নালা কেটে নেবার প্রয়োজন হয় এবং সরকার অনুমোদন করে দেয়, কিন্তু সে (ধনী ব্যক্তি) অস্বীকার করে বসে (কারণ) তার কিছুই আসে যায় না। কেননা, যদি প্রকৃত ইসলামী রূহ হতো তবে প্রশাসনের অবশ্য কর্তব্য যে—পরিসংখ্যান নিয়ে জরীপ করে—যদি কোন ভাইয়ের উপকার লাভ হয় এবং এক সেচ-খাল কেটে নেওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে কারও তুচ্ছ ক্ষতি হয় তবে তার এ অনুমতি থাকা উচিত নয় যে, সে বাধা দিক। আমার কাছে একবার কতিপয় আহমদী নাগরিকগণের পক্ষ থেকে এক অভিযোগ এলো যে—অমুক আহমদী বন্ধু বেশ ভালই চলেন ফিরেন, সম্মানী ব্যক্তি, আমরা প্রশাসন থেকে সেচ-খালের অনুমোদন নিয়েছি কিন্তু সে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে না। এতে আমি তার সাথে যোগাযোগ করালাম-এখানে ব্যাপার ওই-ই ছিল যে, তুচ্ছ ক্ষতির জন্য এক ভাইয়ের বৃহত্তর উপকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমার কাছে তো শাসন-ক্ষমতার প্রয়োগাধিকার নেই কিন্তু আমি তাকে নির্দেশ পৌঁছিয়ে দিয়েছি যে, যদি আপনি অমনই করেন তবে আমার আপনার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এছাড়াও আমি জামাতকে বলবো যে—সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য যেন তাকে করে এবং জামাতের শক্তি যতটা চলে আমরা করেই ছাড়বো। এখন আল্লাহ্ উত্তম জানেন যে, সে কাজ হয়েছে কিনা তবে এরপর দু'পক্ষ থেকে আমি কোন সংবাদ পাই নি। এ বিষয় আমি এজন্য বর্ণনা করছি যে—এই জমি বিষয়ক ছোট ছোট তুচ্ছ বিষয়াদি জামাতের উচ্চ-মর্যাদার অন্তরায়। অন্তরায় বা পরিপন্থী এজন্য যে—জামাতের অপরাপর গুণাবলীকেও এই অসৎকর্ম নিঃশেষ করে দেয় এবং তার শত্রু হয়ে যায়। অতএব, জামাতকে তার নিজ মর্যাদায় ওই পবিত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাপূর্ণ নমুনা সমুন্নত রাখতে হবে—যার প্রত্যাশা হযরত আকদস মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গোলামগণের উপর করা হয়েছে। এবং এই-যা কুরআন করীমে এসেছে—'ওয়া ইয়াম নাউনাল মাউন'—উহার এই বিষয়েরই সাথে সম্পর্ক রয়েছে। খোদাতা'লা বড়ই কঠোরতাপূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছেন, ওই সকল লোক যারা নামায পড়া সত্ত্বেও মানবজাতির কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে নিজের কৃপণতাপূর্ণ মুঠি বন্ধ করে রাখে এবং 'মাউন' এর উদ্দেশ্য 'মাঅ' পানি অর্থে 'মাঅ' নয় বরং আইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত—মাউন। 'ইয়াম নাউনাল মাউন'-এর উদ্দেশ্য ও অর্থ হোল দৈনন্দিন

আপনের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের প্রয়োজনাবলী-ছোট খাটো বিষয়ে যেগুলোর ব্যাপারে প্রতিবেশীদের কষ্ট হয়ে থাকে, কোন সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়—কিছু আটা ধার চেয়ে নেয় বা কোন সময়ে (উনুন জ্বালাতে) আগুন চেয়ে নেয়। এগুলো হচ্ছে ওই সকল জিনিষ যা 'মাউন' এর সাথে সম্পর্ক রাখে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন—হে মুসল্লীরা, হে নামাযীরা! যাদের চাল-চলনের এবং হাল অবস্থা যে—নিজ ভাইদের ছোট ছোট কল্যাণ বা উপকারও বাধাগ্রস্ত কর-এখানে তাদের অধিকারের প্রশ্ন নেই—নিজের স্বত্তাধিকার থেকে অপরের জন্য তুচ্ছ উপকারও কর না—বলেছেন তারা ধ্বংসে পতিত। 'ওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন'—একই জায়গা আছে যেখানে নামাযীদের উপর ধ্বংস নিপতিত করা হয়েছে আর সে জায়গা এই—'আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন'—বলেছেন। এজন্য যে—তারা নামায তো পড়ে কিন্তু নামাযের বিষয়-বস্তুর ব্যাপারে শিথিল ও অমনোযোগী, এর উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্পর্কে উদাসীন। 'আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন—আল্লাযীনা হুম ইউরাউন-ওয়া ইয়ামনাউনাল মাউন—এরা ওই সকল লোক যাদের নামায কেবল দেখাবার এক উসিলায় পরিণত হয়। এর থেকে অধিক কোন মর্যাদা এতে রয়না আর পরিণামে এরা নামাযের কল্যাণ থেকে এমন বঞ্চিত হয় যে—নিজের ছোট ছোট কল্যাণ থেকে নিজের ভাইদের এবং পাড়া প্রতিবেশীদের বঞ্চিত রাখে। এরা ওই সকল লোক যাদের উপর আসমানের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করা হয় এবং এখানে আমি যেমন বর্ণনা করেছি—ওই সকল লোক এখানে (সম্বোধিত) যারা নামায পড়ে, বাহ্যতঃ খোদার নির্দেশ মানা জরুরী জ্ঞান করে এবং ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি কিছু না কিছু আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান আছে তথাপি তাদের শাস্তি লাভ ঘটছে এবং কখনও কখনও তো ধ্বংসের শাস্তিও পেয়ে যায়। যেমন এই আয়াতে রয়েছে অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণরূপে কর্তিত হয়—তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় আসমানের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করা হয় না—যেখানে 'ওয়াইল' শব্দ এসে যায় সেখানে এই বিষয়-বস্তু শেষ হয়ে যায়, কিন্তু—এমন লোক, সামান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে ইবাদতও করতে থাকে আবার দুর্বলতার এমন পরীক্ষার মধ্যেও পড়ে যে—যদি আল্লাহ্‌ তাকে বাঁচাতে চান তবে তার থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নেন এবং এভাবে তার শিক্ষা লাভ হয় এবং যে সৌভাগ্যবান এভাবে সে বেঁচেও যায়।

ভৃত্য এবং শ্রমিকদের সাথে সদাচরণ করাও মনোযোগ আকৃষ্টকারী বিষয়। এখানে (অর্থাৎ পাশ্চাত্যে বা ইংল্যাণ্ডে) গৃহভৃত্যের প্রচলন অবশ্য কম অর্থাৎ ইউরোপে—তবে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এর সাধারণ প্রচলন রয়েছে এবং তাদের সাথে যে ব্যবহার আচার-আচরণ করা হয়ে থাকে তা খুবই অসহনীয় এবং ইসলামী আচার-আচরণের সাথে তার অবশ্যই কোন সম্পর্ক নেই। ওগুলো অনৈসলামিক আচরণ যা আমাদের সমাজে অহরহ করা হয়ে থাকে। চাকর-বাকরদের জন্য কখনও এমন কঠিন কাজ নির্ধারণ

করা হয় যা দৈনন্দিন কাজ-কর্মের শক্তি সীমার উর্ধ্বে এটি অত্যাচার-নিপীড়ণ। এরূপ যদি পশুর সাথেও করা হয় তবুও তা অনুমোদিত নয়—পরন্তু আঁ হযরত (সাঃ) কঠোর-ভাবে নিষেধ করেছেন। একবার এক উটের অবস্থা দেখে তিনি (সাঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছেন যে, এর মনিব এর উপর নির্যাতন করে অতঃপর সে অর্থাৎ (উটের মালিক) নিজে উদ্ধার পাবার আশায় উহাকে অর্থাৎ উটটিকে মুক্ত করে দিল। আরও তিনি (সাঃ) বলেছেন যে, এটি তো নিজের মনিবের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ আরোপ করছে। অতএব, আঁ হযরত (সাঃ)-এর কল্যাণরাজি পশুর উপরও যখন এমনভাবে প্রবহমান তবে চাকর বাকরদের বা গৃহের অন্যান্য প্রাত্যাহিক কর্মচারীদের—যারাও কিনা মানুষ তাদের জন্য তো আঁ হযরত (সাঃ)-এর কৃপার দুয়ার সবিশেষ আবেগভরা সোপানে উন্মুক্ত এবং এমন প্রচুর নমুনা পাওয়া যায় যাথেকে বোধগম্য হয় যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) নিজ সাহাবী বা অনুসারীদের, তাদের অধীনস্থদের সাথে বিরল সদাচারে রত দেখাবার প্রত্যাশী ছিলেন। এরই কতিপয় উদাহরণ, কিছু উপদেশাবলী যা আমি বাছাই করেছি—এর মধ্যে একটি মুসলিম শরীফের কিতাবুল ঈমান থেকে নেওয়া হয়েছে।

হযরত মা'অরুর বিন সবীদ বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত আবূ যর (রাযিঃ)কে সুন্দর জামা-পাজামা পরিধান করে আছেন দেখতে পাই তাঁর (চাকরও) ভৃত্যও হুবহু তেমনি জামা-পাজামা পরেছিল। আমি বিস্ময়ের সাথে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাবকালে তিনি চাকরকে ভালমন্দ বকা-ঝকা করেছেন—তার মায়ের দোষত্রুটি উল্লেখ করে তাকে লজ্জা দিয়েছেন। হুযুর (সাঃ) এ বিষয় অবহিত হওয়ায় বললেন—অজ্ঞতার অন্ধপ্রকৃতি তোমাতে অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ অজ্ঞানতার ত্রুটি এটি—এই গোলাম হচ্ছে আমার ভাই—সে আমার সেবক আল্লাহ্‌তা'লা তাকে তোমার তত্বাবধানে দিয়েছেন। যে ব্যক্তির অধীনে তার ভাই হয় সে তাকে উহাই খাওয়ায় যা নিজে খায়, তাই পরিধান করায় যা নিজে পড়ে। নিজেদের গোলামদের থেকে তাদের শক্তিসীমার অতিরিক্ত কাজ নিও না। যদি তুমি কোন কঠিন কাজ তাদের সোপর্দ কর তবে ঐ কাজে নিজ হাতে অংশ নিয়ে তাদের সাহায্য করো (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান), এই যে অনুবাদ করা হয়েছে আমার মতে বা দৃষ্টিতে এতে কিছু দুর্বলতা বা ঘাটতি রয়ে গিয়েছে। কুরআন করীমের আয়াত 'মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন'-এর বিষয়-বস্তু যা প্রকৃতপক্ষে আঁ-হযরত (সাঃ) বর্ণনা করেছেন আরও অপরাপর হাদীসও এ বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন করে যে, এই উদ্দেশ্য নয় যে, আক্ষরিক অর্থেই সেই খাবারই খাওয়ানো হোক, সেই পোশাকই পরানো হোক বরঞ্চ উদ্দেশ্য এই—যা অপরাপর হাদীসে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে যে—তাদেরকে সেই খাবারও

খাওয়াও যা তোমরা খাও—অর্থাৎ জরুরী নয় যে, একশত ভাগই একই খাবার খাওয়ানো। তবে সেই খাবার থেকে বঞ্চিত রেখো না। আর যদি বেশী না-ও হয় তাদেরকে অন্ততঃ উহা থেকে কিছুটাতো অবশ্যই দাও যাতে তারা এটা না অনুভব করে যে, তাদের জন্য হাড়-গোড় পৃথক রান্না হয়েছে এবং তাদের হাদীসই জানা নেই যে—তাদের মনিব কেমন আস্বাদন লাভ করছেন। অতএব, ভাল যে খাবার রান্না হয় তা থেকে তাদেরও অবশ্যই দাও এবং সুন্দর যে পোশাক তুমি পরো তাদেরও তেমন পরাও যাতে তারাও ওই কল্যাণ-সমূহে তোমাদের সহভাগী হয়। এটি সেই বিষয়-বস্তু যা 'মিম্মারাযাকনাহুম ইউনফেকুন'-এর আজ্ঞাধীন এবং যেহেতু আঁ হযরত (সাঃ)-এর যাবতীয় উপদেশ-বাণী পবিত্র কুরআনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এজন্য কোন কোন হাদীসের ব্যাখ্যা পবিত্র কুরআনের এমন আয়াতের সাথে মিলে যায়, যা থেকে ওই বিষয়-বস্তুর উৎসারণ ঘটানো হয়েছে। আবার কেউ এমন না বুঝে যে—যদি একশত ভাগ পরিপূর্ণভাবে সমানে সমান আক্ষরিক অর্থেই একই খাবার এবং একই পোশাক না পরানো হয় তবে নাউযুবিল্লাহ্‌ হযরত আকদস মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করা হবে—যেমনটি আমি উল্লেখ করছি অপরাপর হাদীসে। এই বিষয়-বস্তু খুবই সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত করা হয়েছে। সাধারণভাবে সুন্দর ব্যবহার করা এবং যতটা সম্ভব নিজের কল্যাণসমূহের মধ্যে নিজ গরীব ভাইদের ভাগীদার করা বিশেষ করে ওই কর্মচারীদের যারা একই গৃহে বসবাসরত। মৌসুমী ফল এলে তাদেরও খাওয়ানো হোক। ভাল খাবার রান্না হলে তাদেরও তা খাওয়ানো হোক যাতে তারা নিজেদেরকে তুচ্ছ-নিকৃষ্ট সৃষ্টি ভেবে না বসে এবং আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের এক অহঙ্কারীর অবস্থায় প্রত্যাখ্যান না করে এবং তার রহমতের দৃষ্টি থেকে বিচ্যুত না করেন। অতএব **খোদার খাতিরে যিনি ভৃত্যদের সম্মান বৃদ্ধি করেন, আল্লাহ্‌তা'লা তার সম্মান বৃদ্ধি ঘটান।**

সুতরাং এই সেই বিষয় যার উপদেশ দান করা হয়েছে—এবং যেহেতু আবূ যর (রাঃ) এই বিষয়-বস্তুর প্রতি অসাধারণ আকর্ষণ শক্তি অনুভব করেছেন এ কারণে (তিনি রাঃ) তাঁর হাদীসের বিষয়-বস্তুর কোন একদিক দৃষ্টিতে বেশী এসেছে এবং আবূ যর (রাঃ)-এর হাদীস আপনাদের সামনে আমি এজন্য উপস্থাপন করেছি যাতে আপনাদের অনুধাবন হয় যে—বিভিন্ন সাহাবী আঁ হযরত (সাঃ)-এর উপদেশবাণী থেকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া লাভ করতেন। তাদের নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতির কারণে কোন এক বিশেষ দিকে ঝুঁকে পড়তেন। এবং ওই বিষয়-বস্তুর কার্যকরী প্রতিফলন ঘটানোর সময়ে তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ওই বিশেষ বাক্য বা বাক্যাংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে যেতো। এজন্যই কোন কোন সাম্যবাদী মুসলমান হযরত আবূ যর (রাঃ) দুনিয়ার প্রথম সাম্যবাদী নির্ধারণ করে বড়ই গর্বের সাথে এই নাম উল্লেখ করে। একবার লাহোরে এমনি এক সাম্যবাদী বা কমিউনিষ্টের সাথে

আমার আলাপচারিতাকালে সে বলে যে—ইসলাম, ইসলাম তো এমন নয় যে, তা সাম্যবাদের বা কমিউনিজমের মুখাপেক্ষী বরঞ্চ ইসলামই সাম্যবাদ শিখিয়েছে এবং প্রথম সাম্যবাদী মার্কস ছিল না বরং আবূ যর গাফ্ফারী (রাঃ) ছিলেন এবং তার কার্যকরী যুক্তি এই যে, তিনি (রাঃ)—যেমন আমি উল্লেখ করেছি বিভিন্নস্থানেও এ বিষয়ের দিকে অত্যধিক মতামত দিয়েছেন এবং নিজের চালচলনেও তিনি এতটা বেশী সাম্য ভাবের অবস্থা সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে অন্যত্র দেখা যায় না। অতএব, এই বিতর্কে পড়বার প্রয়োজন নাই যে, আবূ যর (রাঃ) যে বিষয় বর্ণনা করেছেন তা প্রকৃত পক্ষে সঠিক ও যথার্থ কিনা। তবে এ বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আছে যে, আবূ যর (রাঃ) ওই কথায় যা বুঝেছেন অন্যান্য সাহাবীগণও তা-ই বুঝেছেন কী? আবূ বকর (রাঃ)ও তা-ই বুঝেছেন—হযরত ওমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)ও একই বুঝেছেন। সকলেই যদি একই বুঝেছেন তবে এক আবূ যর নয় মদীনার সমগ্র সমাজ আবূ যর-এ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এটি কেমনে (!) সম্ভব যে—একজন ব্যতিরেকে কোন সাহাবীরই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওই উদ্দেশ্য বোধগম্য হয় নি—এবং আঁ হুযূর (সাঃ) কেবলমাত্র এক আবূ যর পয়দা করেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। সুতরাং সাহাবাগণের পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ বাঁধাবারও প্রয়োজন নাই। হাদীসে যেখানে সাহাবাদের কাজে-কর্মে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেখানে এই কথা ভাববার অবকাশ রয়েছে যে—আমরা নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী সদুদ্দেশ্যের সাথে যদি এক কর্ম-পন্থা অবলম্বন করি আর যদি তা অপরের থেকে পৃথকও হয় এবং দৃশ্যতঃ ভুলও প্রতিপন্ন হয় এবং সদুদ্দেশ্যই যদি উহার কার্যকারণ হয়ে থাকে তবে আমরা অন্যদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত তো হ'ব না কিন্তু গুনাহগার বা পাপীও হবো না। অত এব আবূ যর গাফফারী (রাঃ) যে ভুল করেছিলেন তাও গুনাহ নয়, তাঁর এক স্বভাব-প্রকৃতি ছিল—যাতে একটি কথা যেমন তিনি বুঝেছেন, তার উপর তেমনি কাজ-কর্ম করে দেখিয়ে দিয়েছেন—তবে তা অনুকরণীয় আদর্শের মানসম্পন্ন নয়। কেননা, অনুকরণীয় মান মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সেই আদর্শ যা সাহাবা (রাঃ)-গণের মধ্যে সার্বজনীনরূপ লাভ করেছে এবং সাহাবা (রাঃ)গণের সোসাইটিতে ওই আদর্শ ও নমুনা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল "ওয়াল্লাযীনা মাআ" যে জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এটি বলা হয় নাই 'ওয়াল্লাযী মাআ' অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আর ওই এক আবূ যর যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে ছিল, বরং বলা হয়েছে "ওয়াল্লাযীনা মাআ" ওই সকল সাহাবী (রাঃ) যারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন তাদের নমুনা আদর্শ ধারণ কর—আঁকড়িয়ে ধর। সুতরাং এই উদ্দেশ্যের কারণে আমি এই হাদীস

আপনাদের সামনে বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছি এবং বিষয়-বস্তুকে খোলাসা করেছি, উন্মোচিত করেছি। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) নিজের উৎকৃষ্টতম জীবনাদর্শ শুধুমাত্র গৃহের দাস-দাসী ও ভৃত্যদিগের সাথেই নয় বরঞ্চ স্ত্রীগণের সাথেও, অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনের সাথেও এমনই ছিল যে, সকল কঠিন কাজকর্মই তিনি তাদের কাজে সহযোগী সহকর্মী হয়ে নিজ হাতে অংশ গ্রহণ করতেন এবং নিজে যা খেতেন তা থেকে নিজ গোলামদেরও খাওয়াতেন। আর সে সদাচরণও এমনই ছিল যে, গোলামও নিজেরই ছেলেদের ন্যায় একই গৃহে জীবন অতিবাহিত করতো। তবে এই জীবনাচারের ওই উন্নততম পবিত্র আদর্শকে সর্বজনের জন্য পালনীয় অবশ্য-করণীয় কর্তব্য নির্ধারণ করা যায় না। কেননা, বিভিন্ন শ্রেণীর সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগকারী ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন, ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদার লোকদের সাথে যোগসূত্র রক্ষাকারী ব্যক্তিগণও আছেন—কিন্তু আপনার যদি মহান মর্যাদা লাভের সদাচার পালন করতে হয় তবে তো ওই জীবনাদর্শই যা আঁ হযরত (সাঃ) নিজ গোলামদের এবং অধীনস্থদের সাথে করতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে—এটি বুখারী শরীফের কিতাবুল আ'তক থেকে গৃহীত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করছেন যে—কখনও তোমাদের কারও ভৃত্য খাবার প্রস্তুত করে নিয়ে আসলে তুমি যদি নিজের কাছে বসিয়ে খাওয়াতে না পার তবে অন্ততঃপক্ষে দু-এক লোকমা তো তাদেরকে খাওয়ার জন্যে দাও। এখন দেখা যাচ্ছে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)ও একথা শুনেছিলেন এবং তাঁরও নিজস্ব এক স্বভাব-প্রকৃতি ছিল। তার স্বভাব-প্রকৃতিতে যা বোধগম্য ও ধারণ করেছিল তা আবূ যর গাফফারী (রাঃ)-এর ন্যায় নয় বরং ভিন্ন এক বিষয় এবং এমনই আদর্শ ও নমুনা সাহাবীগণের জীবনে দেখা যায়। এবং এই-ই বিষয়-বস্তু যা 'মিম্মারাযাকনাহুম ইউনফেকুন'-এর নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেছেন যে—তোমরা প্রত্যহ যদি তাদের সাথে বসতে না পারো তবে কোন গুণাহ বা শাস্তি নয়—আক্ষরিক অর্থেই একই খাবার না খাওয়াতে পারো তবু পাপ বা গুনাহ নয়—কিন্তু কিছু তো খাওয়াও যাতে খোদা তোমাদের যে সকল নেয়া'মত দান করেছেন সেই খোদারই নির্দেশ মোতাবেক তা থেকে আপন দুর্বল ভাইদেরও কিছু অংশ বন্টন কর—তাদেরও তাথেকে কিছু দান কর। অতএব এই-ই সেই নিগুঢ় তাৎপর্য যা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বুঝেছেন এবং বর্ণনা করছেন যে—নিজের পাশে বসিয়ে খাওয়াতে যদি না পার তবে অন্ততঃপক্ষে দু-এক লোকমা তো তাদের খেতে দিয়ে দাও। কেননা, তারা এই খাবার কষ্ট করে তোমাদের জন্য প্রস্তুত করেছে—যাতে তাদেরও অধিকার বা হক রয়েছে। এখানে 'হক' উল্লেখ করে এটি বলে দেয়া হয়েছে যে—তোমরা যখন এমনটি করবে তখন এহসান হবে না বরং তোমাদের ভৃত্যদের হক বা অধিকারই রয়েছে যে, কিছু না কিছু তা থেকে তাদেরকে অবশ্যই দেয়া হোক এবং সঙ্গে বসানোর সাথে যতটা সম্পর্ক রয়েছে

সে ব্যাপারেও হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাযিঃ) থেকে আমি শুনেছি—আমার তো হাদীসের উদ্ধৃতি এখন স্মরণ নেই—তবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাযিঃ) নিজের ভাতিজা-ভাতিজীদের খুবই ভালবাসতেন স্নেহ করতেন এবং মাঝে মধ্যেই উঠোনে তাদের (বাচ্চাদের গাড়ী) ঠেলতে ঠেলতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উৎকৃষ্টতম আদর্শ গভীর মমতাভরা বাক্যাবলী দ্বারা শুনাতেন। এ কারণে আমার স্মরণ আছে যে—আমাকে তিনি বলেছেন যে—দেখ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উদ্দেশ্য ও মনস্কামনা এই ছিল যে—তোমরা নিজেদের ভৃত্যদের সর্বদা নিজেদের সঙ্গে বসাতে যদি না-ই পার তবে কখনও কখনও এমন কর যে—তুমি খেদমত-সেবা কর আর ভৃত্য টেবিলে বসা থাকে, আবার কখনও কখনও এমনও কর যে—নিজেদের জন্য তোমরা যে সুস্বাদু খাবার রান্না করে থাকো তা ওই ভৃত্যদের জন্যও রান্না কর এবং তাদের পরিবেশন কর।

এইরূপে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাযিঃ) একবার নয় বার বার আমাকে এই বিষয় এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে আমার অন্তঃকরণে-মস্তিষ্কে রেখাপাত ঘটে। কিন্তু আমাদের সমাজে এর উপর আমল করা—একে কার্যকর করা অত্যন্ত মুশকিলজনক। কেননা, যখন আমি উপর্যুপরি চেষ্টা করি তখন ভৃত্য বার বার চেয়ার থেকে উঠে উঠে চলে যায় আবার কেউ কেউ হেসে লুটিয়ে পড়ে যে—এটা আমাদের সাথে ঠাট্টা হচ্ছে। আমি উদ্ধৃতি দিয়ে মিনতি জানাই যে—দেখ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইচ্ছা পূরণ করার খাতিরে, আমাকে পুণ্য সাধনের সুযোগ দেয়ার জন্য—খোদার জন্য মেনে নাও—তবু তাদের দ্বারা হয়ে উঠে না এবং এতে তাদের দোষ নেই—এই সমাজ-ব্যবস্থা এক দীর্ঘকাল ধরে তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে এক প্রকারের বিকৃতি এনে দিয়েছে—তারা ভেবেছে—আমরা এর উপযুক্ত নই। সমাজ ব্যবস্থায় নিপীড়ন এতটা বেড়ে গিয়েছে যে,—আমাদের তা পাল্টাতে হবে এবং জামা'তে আহমদীয়াকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে যে, ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ক্রমান্বয়ে চেষ্টা-চরিত্র করে তারা এই অবস্থাকে বদলাবে। এইরূপে কিছুটা হলেও খোদার কযলে আমি সফলও হয়েছি। কখনও কখনও তাদের (ভৃত্যদের) বসিয়েই ছেড়েছি কিন্তু বার বার এমন হতে দেয়া হয় নি—কেননা, তারা সরাসরি অস্বীকার করে বসে—কিন্তু কিছু না কিছু অভ্যাস অবশ্যই হওয়া প্রয়োজন। নিজের পোশাকের ন্যায় পোশাক গড়িয়ে দেয়া দরকার আর সাহাবাগণের মধ্যে এটি তো সাধারণ রেওয়াজ রীতিই ছিল। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। অন্য আরও বুযুর্গগণের থেকেও উল্লেখ রয়েছে যে—রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে কখনও কখনও দোকান্দারকে কাপড় কিনতে গিয়ে একের জায়গায় দুইপ্রস্থ পোশাকের কাপড় কাটিয়ে নিয়েছেন। এ অবস্থায় দোকান্দার জিজ্ঞেস করে যে—আপনার জন্য একটি যথেষ্ট—একই কাপড় ভিন্ন রং-এর নিয়ে নিন—এমতাবস্থায় তিনি (রাযিঃ) বললেন

যে—না, আমি অপরটি আমার ভৃত্যের জন্য নিচ্ছি। অতএব সাহাবাগণের মধ্যে এই রীতি ছিল—এবং ভৃত্যদের উত্তম কাপড় পরিধান করানো প্রশংসনীয় বিষয় এবং এরূপে উত্তম খাবার যেমন আমি বর্ণনা করেছি দৈনন্দিন কিছু না কিছু দেয়া উচিত—এবং কখনও কখনও পরিপূর্ণভাবে পেটপুরে সম্পূর্ণ উত্তম খাবার পরিবেশন করা উচিত। উত্তম ফল-ফলাদি দেয়া উচিত যাতে তাদের এই বোধ ও অনুভূতি জাগে যে—আমাদের খোদা আমাদের খেয়াল রেখেছেন। এ বাক্য আমি এ জন্য বলেছি যে—যাতে এ বিষয়-বস্তুর দর্শন আপনাদের অনুধাবন হয়ে যায়—এজন্য আপনারা না দেন যে, আপনাদের চারিত্রিক সদগুণ তাদের উপর প্রভাব ফেলুক বরং এজন্য দিন যে, তাদের এটি বুঝা হয় যে—আমাদের খোদা ইসলামে এমন পবিত্র শিক্ষা দান করেছেন যে, আমাদের ন্যায় নগণ্য গরীবদেরও খেয়াল রাখা হয়েছে। এভাবেই কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে—আমার বান্দা যখন এমন দুর্বলদের সেবা খেদমত করে থাকে এবং তার শুকরিয়া আদায় করতে বলে থাকে "লা নিছু মিনকুম জাযায়ে ওয়া লা শুকুরান" অর্থাৎ আমরা'তো আল্লাহ্‌তা'লার খাতিরে করেছি। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। আমরা'তো তোমাদের থেকে শুকরিয়া চাইই না, কেননা যদি আমরা খোদার খাতিরে করে থাকি তবে খোদা আমাদের প্রতিদান দিবেন আর যদি তোমাদের খাতিরে করে থাকি তবে তোমরা শুকরিয়া করে আমাদের প্রতিদান বরবাদ করে দেবে; এজন্য তোমরাও খোদার শুকরিয়া আদায় কর আমরাও খোদার শুকুরগুজার হই। এটা ওই সমাজ ব্যবস্থা যা ইসলাম কায়েম করতে চায় সমগ্র দুনিয়ায়। উহাই কায়েম হওয়ার আর 'লে ইউযহেরাহু আলাদ্দিনে কুল্লিহী'—তে এই বিষয় বস্তু নিহিত রয়েছে—বরঞ্চ ইসলামী শিক্ষায় বিজয় লাভ হওয়া এবং জনগণের নিজ সত্তাতে ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। এই কথাই ইসলামের। এই-ই সৌন্দর্য যখন এটি আপনাদের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করবে এবং জগতের হৃদয়গুলোর উপর জয়লাভ করে ফেলবে তখন আমরা ভাবব যে, খোদাতা'লা আমাদের ন্যায় দুর্বল বান্দা থেকে সেই কাজ নিলেন যার সুসংবাদ চৌদ্দশত বছর পূর্বে দিয়ে রেখেছিলেন যে, 'ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকুবিহিম' এমনও আছে পরবর্তীতে আগমন কারীগণ যারা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর গোলামীতে' ঢং-এ ও ছাঁচে পূর্ববর্তীগণের সাথে গিয়ে মিলবে এবং তাদের উপর আল্লাহ্‌তা'লার অগণিত কৃপা বর্ষিত হবে। খোদা করুন যেন এমনই হয়।

ভুল সংশোধন

অত্র সংখ্যার খুতবার ১৯নং পৃষ্ঠার শেষ লাইনের পূর্বের লাইনে হযরত ওমর (রাঃ) বুঝালেন—"এতে তোমারও যখন মঙ্গল রয়েছে এবং ক্ষতি নাই" কথাগুলি বাদ পড়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত।

চলতি দুনিয়ার হালচাল

'অনেক আহমদীর চেয়ে ভাল'

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

কয়েক বছর আগের কথা। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর সাহেবা ফোনে আমাকে জানালেন তাঁর একজন আত্মীয় বিকেলে দারুত তবলীগে দেখা করতে চান। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দাবী সম্পর্কে বেশ ওয়াকেফহাল। তবে এজন্য বয়াত করেন না যে, 'তিনি অনেক আহমদীর চেয়ে ভাল'।

তিনি সময়মত আসলেন। বেশ ভদ্রভাবে কথাবার্তা শুরু হলো। দু'চার কথার পরই তিনি বল্লেন, আমি অনেক আহমদীর চেয়ে ভাল, তাই বয়াত করি না। তাকে বল্লুম, ভাল হওয়ারতো সীমানা নেই। আপনি দুর্বল আহমদীদের চেয়ে ভাল, তাই বয়াত করছেন না। এখানে দু'টো বিষয় বিবেচনা করার আছে: (১) দুর্বল আহমদীরা আহমদী না হলে দিন দিন হয়তো আরো খারাপ হতো। আপনি আহমদী হলে আরো অনেক ভাল হতেন, (২) আপনি যে ভাল এ রায়টি নিজের সম্পর্কে নিজেই কিন্তু দিয়েছেন। [কথাটা শুনে মনে হলো তিনি লজ্জিত বোধ করছেন]। অবশ্য আমরা কে কতটুকু ভাল সমাজ বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে থাকে। তাতে গলদ থাকা স্বাভাবিক। কেননা, মানুষ মাত্রই সবকিছু জানে না, সবকিছু দেখে না। তাই চূড়ান্ত বিচারের মালিক আল্লাহ্ যিনি সব জানেন সব দেখেন। তিনি তা স্বীকার করে বল্লেন-তা ঠিক।

কথা প্রসংগে তাঁকে বল্লাম নবী-রসূলগণ প্রত্যেকই জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। এ জামাত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্কুলস্বরূপ। বয়াতের মাধ্যমে ঐ স্কুলে ভর্তি হতে হয় মোমেন হওয়ার জন্য। সব মোমেন সমান হয় না। দুর্বল মোমেনদেরকে আদর্শ হিসেবে ধরে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তাকে আরো একটি বিষয় বিবেচনা করে দেখতে বলি। হযরত নবী করীম (সা:)-এর চাচা আবু তালেব জীবনভর নিষ্ঠার সাথে ইসলামের খেদমত করেছেন, আপদে-বিপদে সুখে-দুঃখে হুযুর (সা:)-এর সাথে রয়েছেন। কিন্তু তাঁর নামের পর আমরা 'রাযি আল্লাহু আনহু' বলে দোয়া করি না। শত শত বছর যাবৎ কোটি কোটি লোকের বহু দোয়া হতে তিনি বঞ্চিত হচ্ছেন, ভবিষ্যতেও হবেন। একমাত্র কারণ—তিনি বয়াত করেন নি। তৎপর অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা হয়।

যে বিষয়টি তাকে বলিনি, এখন বলার প্রয়োজন বোধ মনে করছি তা হলো প্রত্যেক আহমদীকে উপলব্ধি করতে হবে যে, অ-আহমদীরা শুধু আমাদের উচ্চারণই শুনে না আচরণও গভীরভাবে লক্ষ্য করেন। আমাদের অযথা আচরণের কারণে যদি কেউ বয়াত হতে দূরে থাকেন তবে এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। তাই আমাদের উচিত হবে সদা সতর্ক থাকা—যেন জ্ঞাতসারে কারো সাথে মোমেনের আচরণের বহির্ভূত কোন আচরণ না করি। আল্লাহ্ আমাদের সবার সহায় হউন।

৭২তম সালানা জলসায় হুযুর (আইঃ)-এর পয়গাম

মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আপনার ৩/১/৯৬ তারিখের পত্র পেয়ে বিস্তারিত অবগত হলাম। আল্লাহ্‌ তা'লা এ ভাবেই সর্বদা মোমেনদের জামা'তকে সাহায্য করে থাকেন, আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌। আপনাদের সালানা জলসা সকল দিক থেকে বরকতপূর্ণ হোক। জলসায় আগত সমস্ত মেহমানদেরকে মহব্বতভরা সালাম ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করছি আপনারা এই জলসা থেকে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে ফিরে গিয়ে একটি পরিবর্তন সৃষ্টি করে জামাতের কার্যক্রমে প্রাণ চাঞ্চল্যে উদ্যোগী হবেন। পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা বজায় রেখে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ এবং দোয়ার মাধ্যমে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র ময়দানে এগিয়ে চলুন।

আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে সর্বদা তাঁর রহমতের ছায়ায় রাখুন, আমীন।

ওয়াস্‌সালাম

স্বাক্ষর- মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে'

ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

পবিত্র রমযান আগত। এই মাস রূহানী জীবনের বসন্তকাল। মহানবীর (সাঃ) কর্মধারায় এই মাসে ব্যাপকতা আসত। তিনি ঝড়ের বেগে পুণ্যকর্ম করতেন। তাই আমাদেরকেও যথাযথভাবে এই মাসের কদর করতে হবে। তাহলেই আসবে আমাদের জীবনে লায়লাতুল কদর। যারা সফরে বা পীড়িত নন তারা অবশ্যই রোযা রাখবেন। গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মহিলাদের উপর রোযা বাধ্যতামূলক নয়। যারা রোযা করবেন তারা ফিদিয়া দিবেন ও অন্য সময়ে রোযা রাখবেন। ফিদিয়া এক রোযার জন্য একজন গরীবকে একদিনের খাদ্য দান করতে হবে। এক মাসের জন্য শহরে ফিদিয়া হবে ৪০০—৫০০/- টাকা এবং গ্রামে ৩৫০/- টাকা।

প্রত্যেক জামাতে তারাবী নামাযের ব্যবস্থা করবেন। কুরআনে হাফেয থাকলে সমগ্র কুরআন পাঠের ব্যবস্থা করবেন তারাবীতে। দরসে কুরআনের ব্যবস্থা করবেন। MTAতে হুযুর (আইঃ)-এর দরস শুনবেন যদি ব্যবস্থা থাকে। ফিতরানা ২৪ (অর্ধেক ১২) টাকা। বেশী বেশী দোয়া করবেন এই মাসে।

আহমদীয়া তবলীগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ
ভাষান্তর : মুহাম্মদ মুতিউর রহমান

(ষষ্ঠ কিস্তি)

নবী করীম (সাঃ)-এর মে'রাজের তাৎপর্য :

আমাদের এ বিতর্ক—খোদাতা'লার নিকটে দৈহিক উদ্ধরণ সম্ভবপর নয় কেননা, এজন্যে খোদাকে একটি নির্দিষ্ট স্থান বা দিকে অবস্থানকারী সত্তা হতে হয়—থেকে ইহাও প্রকাশিত হয় যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মে'রাজও ভৌত দেহে হয় নি। বরং একটি সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় অতুলনীয় দেহে হয়েছিলো আর যেসব দৃশ্যাবলী হুযুর (সাঃ)-কে দেখানো হয়েছিলো সেগুলোও প্রতিকী দেহের সাথে তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিলো। যেভাবে পৃথিবীকে তার সামনে এক বৃদ্ধের আকারে দেখানো হয়েছিলো আর দজলা ও ফোরাত নদীদ্বয় প্রতিকী সত্তার আকারে আকাশে দেখানো হয়েছিলো এবং জান্নাত ও দোযখকে প্রতিকী সত্তায় দেখানো হয়েছিলো। আর কতিপয় বর্ণনার আলোকে হযরত বেলাল (রাঃ)-এর সাথে তিনি (সাঃ) জান্নাতে প্রতিকী সত্তায় সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন যখন কিনা হযরত বেলাল স্বয়ং পৃথিবীতেই জীবিত অবস্থায়-উপস্থিত ছিলেন।

অতএব আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর এই ভ্রমণ আধ্যাত্মিকভাবে একটি অতুলনীয় জ্যোতির্ময় দেহে সংঘটিত হয়েছিলো। এজন্যে শাহ ওয়ালী উল্লাহ্-এর মত বিদগ্ধ আলেমও মে'রাজের ঘটনাবলীকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওয়তের যুগে প্রকাশিত ঘটনাবলীর আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

আর যেহেতু ইহা সূক্ষ্মতর কাশ্‌ফ ছিলো এ জন্যে সহী বুখারী ৪র্থ খণ্ডে মে'রাজের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে 'ফাস্‌তায়কাযা ওয়া হুয়া ফিল মাসজিদিল হারামে'—সম্বলিত শব্দ সমষ্টি রয়েছে। অর্থাৎ পুনরায় আঁ-হযরত (সাঃ) কাশ্‌ফী অবস্থা থেকে জাগ্রত হলেন এবং (এ সময়ে) তিনি মসজিদে হারামে অবস্থান করছিলেন।

সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, হযরত মসীহ (আঃ)-এর 'রাফা'আ ইলাল্লাহ্'এর ব্যাখ্যা 'রাফা'আ ইলাস্‌ সামায়ে' করলেও তার দৈহিক উদ্ধরণ প্রমাণিত হতে পারে না। কেননা, রাফা'আ দেবার অর্থ দৈহিক উত্তোলন নয় বরং আত্মিক উদ্ধরণ হয়ে থাকে।

মৌলভী ইব্‌রাহীম সাহেবের যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন :

মৌলভী সাহেব শাহাদাতুল কুরআনের ১৬৬ পৃষ্ঠায় লেখেন :

"দেহই নিহত ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যোগ্য, আত্মা নয়। এ জন্যে কথিত ইহুদী সম্বন্ধে

ধারণা করা হয় তার দেহকে নিহত করা হয়েছিল, আত্মাকে নয়। এর ওপরে ভিত্তি করে—ওয়ামা সালাবূহু ওয়ামা কাতালূহু ইয়াকিনান—এর মধ্যে দৈহিকভাবে নিহত হওয়া বা ক্রুশবিদ্ধ হওয়াকে নাবোধক করা হয়েছে। অতএব যেহেতু সবগুলো সর্বনাম কর্মবাচক ও মুত্তাসিল (যা ক্রিয়ার সাথে একত্রিত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়) এবং এ ক্ষেত্রে নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় ধরনের ক্রিয়ার সাথে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ যা—মা কাতালূহু ওয়ামা সালাবূহু এবং ওয়ামা কাতালূহু ইয়াকিনান বার্ রাফা'আহুল্লাহু ইলায়হে' এ চারটি স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে; এ সবের মারজা' আল মসীহ্। এ জন্যে আবশ্যক ভাবে মারজা' এক হওয়ার কারণে মসীহর দেহকে 'উত্তোলিত' মানতে হবে।

মৌলভী সাহেবের এই যুক্তি নেহায়েৎ দুর্বল। নিহত ও ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার ক্রিয়া দ্বারা কেবল দেহই প্রভাবিত হয় না বরং আত্মাও প্রভাবিত হয়। কিন্তু রাফা'আ ক্রিয়ার কর্তা যখন খোদা হন, যেভাবে প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন মর্যদায় উন্নীত হওয়ার তাৎপর্য বহন করে। হোক না মর্যাদায় উন্নতি এ দুনিয়াতেই বা মৃত্যুর পরে। আর মর্যাদায় উন্নতি আত্মার সাথে সম্পর্কিত, দেহের সাথে নয়।

অতএব—'মা কাতালূহু ওয়ামা সালাবূহু'—এর সর্বনামগুলোর মারজা' কেবল মসীহ (আঃ)-এর দেহ নয়। কেননা, নিহত ও ক্রুশ-বিদ্ধ কেবল এরূপ দেহের ওপরে কার্যকরী হতে পারে না যার মধ্যে আত্মার অবস্থান না থাকে বরং উহার সংজোযন জীবিত মানুষ (যা দেহ ও আত্মার সম্মিলন)-এর মারা যাওয়ার ওপরে হয়ে থাকে যার মাধ্যমে আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায়। আর রাফা'আ ক্রিয়ার কর্তা খোদা হওয়ার অবস্থায় দৈহিক রাফা'আ অসম্ভব বিষয়ের অন্তর্গত, যেভাবে পূর্বে প্রমাণ করা হয়েছে।

এ কারণে 'বার্ রাফা'আহুল্লাহু ইলায়হে' আয়াতাংশে রাফা'আ-এর সর্বনামের মারজা' যদিও আল্ মসীহ তথাপি এর উদ্দেশ্য হলো আত্মার রাফা'আ এবং আধ্যাত্মিক উদ্ধরণ। কেননা, কেবল আত্মাসমূহও যখন দেহ থেকে পৃথক হয় তখন ঐ গুলোকে পুণ্যকর্মের ফল অনুযায়ী এক জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম দেহ প্রদান করা হয় এবং পরে এ আত্মারও ঐ নামই লাভ হয় যা কিনা ভৌত দেহের বা সত্তার রাখা হয়েছিলো।

সুতরাং মৌলবী ইব্রাহীম সাহেবের ইহা বলা কোন ক্রমেই সঠিক নয় যে, "বিচ্ছিন্ন আত্মাগুলোকে দৈহিক সম্পর্ক ব্যতিরেকে নামকরণ করা যেতে পারে না। আর দেহও আত্মা ব্যতিরেকে নামধারী হয় না।" (শাহাদাতুল কুরআন, পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৮)

প্রকৃত কথা এই যে, আত্মাসমূহ যখন ভৌত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন ওগুলোকে কর্ম অনুযায়ী এক জ্যোতির্ময় বা কৃষ্ণময় দেহ দান করা হয়। আর ঐ সব নতুন দেহ সম্বলিত আত্মাগুলোর যোগ্যতানুযায়ী নামকরণ করা হয়। যেমন, মে'রাজের হাদীসে রসূল করীম (সাঃ)-এর আম্বীয়া কেরামকে (আঃ) দর্শন লাভ তাঁদের সূক্ষ্ম দেহের আকারে

হয়েছিলো। এ জন্যে তিনি (সাঃ) আদম, ইব্‌রাহীম, মূসা, ঈসা, ইয়াহিয়া (আঃ)-কে কেবল তাদের নাম ধরেই তাদের কথা বলেন নি বরং হযরত ইব্‌রাহীম, মূসা, ও ঈসা (আঃ)-এর দৈহিক বিবরণও বর্ণনা করেছিলেন। বিচ্ছিন্ন বা নিঃসঙ্গ আত্মার তো দৈহিক পরিচয় থাকে না।

অতএব —'বার্‌ রাকা'আহুল্লাহু ইলায়হে' আয়াতের ব্যাখ্যা 'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাও-য়াফ্‌ফীকা ওয়া রাফে'উকা ইলাইয়া'—অনুযায়ী করতে হবে। যেমন, হযরত মসীহ (আঃ)-এর পরিপূর্ণ—রাফা'আ—মৃত্যুর পরেই হয়েছিলো। এ কারণে—'রাফা'আহুল্লাহু-এর সর্বনামের মারজা' হযরত মসীহ (আঃ)-এর সূক্ষ্ম দেহ সমেত আত্মা যা কিনা নাম করণের যোগ্য এবং এমতাবস্থায় উহাকে ইস্তেখারে যামায়ের (একই স্থানে উল্লেখিত কতগুলি সর্বনামের বিভিন্ন মারজা' হওয়া) বলে আখ্যায়িত করা যায় না। বরং এ বিষয়টি সানায়াৎ এ-ইস্তেখদাম (অলংকার শাস্ত্র) সম্বন্ধীয় বিষয় এর অধীনে আসে যদ্বারা কথার মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় কোন ত্রুটি সৃষ্টি হয় না। 'আমাতাহু ফা আকবারাহু' আয়াতের মধ্যে এই তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। দেখুন মৃত্যু দেহ ও আত্মার সম্মিলিত সত্তার ওপরে কার্যকরী হয়েছে। এর পরে কবরের মধ্যে কেবল দেহকে সমাধিস্থ করা হয় আর যদি বরযখী-কবর ধরা হয় তাহলে তন্মধ্যে কেবল আত্মাকেই রাখা হয়। সেখানে ভৌত দেহ সমেত আত্মাকে রাখা হয় না।

মৌলভী ইব্রাহীম সাহেবের সর্বশেষ সূক্ষ্ম কথা এই যে,

যেহেতু 'রাফা'আহুল্লাহু ইলায়হে'-এর মধ্যে 'রাফা'আ' শব্দটি অতীত কাল বাচক ক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। আর ইহা সুস্পষ্ট যে, যুগের অতীত হওয়া এবং ভবিষ্যত হওয়া আপেক্ষিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত অন্য নিরপেক্ষ বিষয় নয়। অর্থাৎ একই সময়ে একজন ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় উহা অতীত কালও হতে পারে এবং অন্য জনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তা ভবিষ্যতকালও হতে পারে। এজন্যে 'রাফা'আ' ক্রিয়ার অতীত কালও কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হবে। আর উহা পূর্ববর্তী 'বাল' শব্দের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ ক্রুশীয় ঘটনার সাথে সম্পর্কিত.....আর যেহেতু ক্রুশের ঘটনার পূর্বে হযরত মসীহ (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি বিরুদ্ধবাদীদের নিকট স্বীকৃত এজন্য আল্লাহ্‌তা'লা হযরত রূহুল্লাহ্‌র দেহ জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্তোলন করে নিয়েছেন এবং কখনও ইহুদীদের হাতে অর্পণ করা হয়নি আর উক্ত রক্ষা করার বিষয়টি এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—'ওয়া ইয্‌ কাফাফ্‌তু বানী ইসরাঈলা 'আনকা' অর্থাৎ আর যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমা থেকে রুখে রেখেছিলাম (সূরা মায়েদা : ১১১ আয়াত—অনুবাদক) (শাহাদাতুল কুরআন : ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠা)

উত্তর ঃ

আয়াত 'বার্ রাফা'আহুল্লাহ্'-এর মধ্যে 'রাফা'আ' ক্রিয়ার অতীত কালের আপেক্ষিক হওয়াকে আমরা স্বীকার করি। কিন্তু 'রাফা'আ'-এর অতীত কালের আপেক্ষিক হওয়া এখানে ক্রুশীয় ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং খোদাতা'লার কুরআনী ভাষ্য 'ওয়ামা কাতালূহু ওয়া সালাবূহু'-এর সাথে সম্পৃক্ত এবং খোদাতা'লার এ ভাষ্যে রয়েছে যে, মসীহ্ নিহত ও ক্রুশ বিদ্ধ হয় নি—এ ভাষ্যের প্রথম প্রথম মসীহ (আঃ)-এর 'রাফ'আ ইলাল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র দিকে আত্মিক উন্নতি) হওয়া বর্ণিত হয়েছে না কি ক্রুশীয় ঘটনার পূর্বে 'রাফা'আ ইলাল্লাহ্' হওয়া।

খোদা ইহা বলছেন যে, ক্রুশীয় ঘটনা ঘটার ফলে ইহুদীরা হযরত মসীহ্ (আঃ)-কে ফাঁসীতে মৃত হওয়ার মত অবিকল সাদৃশ্য হওয়ার কারণে তাঁকে মৃত মনে করে নেয় এবং একথা প্রচার করতে থাকে। 'ইন্না কাতালনাল মসীহা'—আমরা নিশ্চয় মসীহুকে হত্যা করেছি। এখন খোদা কুরআনে বলছেন—'মা কাতালূহু ইয়াকিনান' অর্থাৎ ইহুদীরা নিশ্চিৎভাবে হযরত মসীহুকে বধ করতে পারে নি। অতএব তাদের একথা মিথ্যে আর এর ফলে 'রাফা'আ'-এর পরিণতি হিসেবে তারা যে ফলাফল বের করে তা-ও সঠিক নয়। বরং ক্রুশীয় ঘটনার পরে বাথেকে মসীহ্ (আঃ)-কে রক্ষা করা হয়েছে, আমাদের এ নাকচ করা সম্বলিত বর্ণনার প্রথম প্রথম যে—হযরত মসীহ্ ক্রুশ বিদ্ধ ও নিহত হয়নি—হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর আত্মিক উদ্ধরণ এ আয়াত অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে—'ইন্নী মুতাওয়াফ্ফীকা ওয়া রাফেউকা'।

'ইয্ কাফাফ্তু বানী ইসরাঈলা' আয়াতে এই কথা বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা মসীহ্ (আঃ)-কে বধ করতে এবং ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করতে সক্ষম হতে পারে নি। খোদাতা'লার পরিকল্পনা তাদের সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

আর খোদাতা'লার পরিকল্পনার একটি অংশ এই ছিলো যে, মসীহ্ (আঃ)-কে বেহুস অবস্থায় ক্রুশ থেকে নামানো হয়েছিলো এবং ইহুদীরা ভুলক্রমে তাকে মৃত মনে করে এই দাবী করে বসলো যে, আমরা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি। এখন কুরআন করীম—'মা কাতালূহু ওয়ামা সালাবূহু'—বলে তাদের ত্রুটিপূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে চায় এই বলে যে, (হযরত) ঈসা অভিশপ্ত মৃত্যুর পরে খোদার সন্নিধানে নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য পায় নি।

ইহা সুস্পষ্ট যে, আরবী অভিধানে ক্রুশে দেয়া অর্থ ক্রুশে দিয়ে বধ করা। কেবল ক্রুশে চড়ানোর নাম নয়। আরবী অভিধানে লেখা আছে 'আস্সুলবু : আল্ কিতলাতুল মা'রূফাতু' অর্থাৎ ক্রুশে দেয়া অর্থ সুপরিচিত পন্থায় মেরে ফেলা। (লেসানুল আরব) এর ওপরে কুরআনের আয়াত—'ইন্নামা জাযাউল্লাযীনা ইউহারেবূনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহূ আঁইউকাত্তালূ আও ইউসাল্লাবূ' (সূরা মায়েদা : ৩৪ আয়াত)ও উজ্জ্বল দলীল পেশ করে।

এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে যারা যুদ্ধ করে তাদের কেবল ক্রুশে ঝুলিয়ে নামিয়ে নেয়া হবে বরং এর অর্থ এই যে, তাদের ক্রুশ বিদ্ধ করে মারা হবে।

(৩) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝ (النساء : ١٦٠)

বঙ্গানুবাদ : আহলে কিতাব থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের মৃত্যুর পূর্বে এর (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর) ওপরে অবশ্যই বিশ্বাস রাখবে এবং সে (ঈসা) কেয়ামতের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে (সূরা নিসা : ১৬০ আয়াত)।

এ আয়াত 'বার্ রাফা'আহুল্লাহু ইলায়হে'-এর পরে এসেছে আর এর মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা ইহা বলেছেন যে, আহলে কিতাবের মধ্য থেকে প্রত্যেকে এ হত্যা ও ক্রুশীয় ঘটনাকে বিশ্বাস করতে থাকবে নিজ নিজ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত—এবং কেয়ামতের দিনে মসীহ্ (আঃ) এরূপ মান্যকারীগণের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন (যে, তারা তাকে বধ করতে পারে নি বা ক্রুশে বিদ্ধ করেও মারতে পারেনি বরং তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করার পরে আল্লাহ্‌র দিকে উদ্ধরণ লাভ করেছেন। তাদের ধারণা অনুযায়ী তাকে মেরে ফেলাও হয়নি বা তিনি অভিশপ্তও হননি)

এ আয়াতে বাক্যের প্রসঙ্গের ভিত্তিতে—'বিহী' সর্বনামের মারজা' হত্যা করা ও ক্রুশ-বিদ্ধ করার ঘটনা সম্বন্ধে ইহুদীদের ধারণা এবং 'মাওতিহী' সর্বনামের মারজা' প্রত্যেকটি আহলে কিতাব যারা—'মা কাতালূহু ওয়ামা সালাবূহু' সম্বলিত কুরআনী আয়াতের ঘোষণা শুনার পরেও জিদ করে তাদের জীবনে এ ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করে যে, মসীহ্ (আঃ) নিহত হয়েছে বা তাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করে মারা হয়েছে। আর 'ইয়াকুনু' এর কর্তা মসীহ্ (আঃ) যিনি কেয়ামতের দিনে ঐ সব অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রদান করবেন।

কতক তফসীরকারক—'লাইউ'মিনান্না বিহী' আয়াতাংশের 'বিহী' ও 'মাওতিহী' প্রত্যেকটি সর্বনামের মারজা' হযরত মসীহ্ (আঃ)-কে নির্ধারণ করে এ আয়াতের অর্থ করেছেন যে, হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যু ঐ সময় পর্যন্ত ঘটবে না যখন পর্যন্ত সব আহলে কিতাব তার ওপরে ঈমান নিয়ে আসবে না—আর যেহেতু এখন কোন আহলে কিতাব তার ওপরে ঈমান আনে নি এ কারণে এখন হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যু প্রকৃতই হয় নি।

এ যুক্তি উপস্থাপন নিম্নোক্ত কারণে বাতিলযোগ্য :

প্রথমত : যদি মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক আহলে কিতাবের ব্যাপারে এই আয়াতে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর পরে ঈমান নিয়ে আসার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়ে

থাকে তাহলে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে এখন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ইহুদী হযরত মসীহ (আঃ)-এর ওপরে ঈমান না নিয়ে মরছে কেন?

যদি এর জবাবে ইহা বলা হয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা মসীহ (আঃ)-এর শেষ যুগে আবির্ভাবের সময় হবে আর সে সময়ে সব ইহুদী বিনা ব্যতিক্রমে তাঁর (আঃ) ওপরে ঈমান আনবে তাহলে এ অর্থও কুরআনের বিভিন্ন সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী হবে। কেননা, খোদাতা'লা কুরআন করীমে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন:

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة - (ال عمران)

অর্থাৎ হে মসীহ! আমি তোমার মান্যকারীদিগকে তোমার অস্বীকারকারীগণের ওপরে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত পরাভব রাখার অধিকারী।

অতএব আয়াতের আলোকে মসীহ (আঃ)-এর অস্বীকারকারীগণের অস্তিত্ব কেয়ামতের দিন পর্যন্ত টিকে থাকা আবশ্যকীয় কারণ, এ প্রসঙ্গে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাই একথা বাতিল যোগ্য যে, তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে শেষ যুগে সকল ইহুদী তাঁর (আঃ) ওপরে ঈমান নিয়ে আসবে।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের দ্বিতীয় কেরাত (পাঠ পদ্ধতি)—ওয়া ইন্নিম আহলিল কিতাবে ইল্লা লাইউমিনান্না বিহী কাব্‌লা মাওতিহিম—ও হযরত আবী বিন কা'আব কর্তৃক বর্ণিত। (সূত্র: তফসীর সানাই—মৌলবী সানাউল্লাহ্‌ সাহেব পাণিপথি এবং অন্যান্য তফসীর)

তারা এবং আরও অন্যান্য কতক তফসীরকারকও দ্বিতীয় কেরাতকে কল্পনায় রেখে—'মাওতিহী'-এর সর্বনামের মারজা' প্রত্যেক আহলে কিতাবকে নির্ধারণ করেছেন। অতএব যখন—মাওতিহী-এর সর্বনামের মারজা' আহলে কিতাব নির্ধারিত হয় তখন মসীহ (আঃ) এর জীবিত থাকার দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন নাকচ হয়ে যায়। আর এভাবেও কোন নবীর ওপরে ঈমান আনার জন্যে ঐ নবীর ওপরে ঈমান নেবার সময়ে ভৌত জীবন আবশ্যক নয়। (চলবে)

"মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসূল এবং শাফী (যোজক) নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার"। (কিশতিয়ে নূহ)

পূর্ব পাকিস্তান থেকে

বিজ্ঞানী সালাম অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত

খালিদ সাঈদ, করাচী থেকে

"নোবেল বিজয়ী পাকিস্তানী বিজ্ঞানী ডঃ আবদুস সালাম এক অজ্ঞাত রোগে ভুগছেন। বর্তমানে তিনি লণ্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পাকিস্তান ফোরামের কাছে লেখা এক চিঠিতে ডঃ সালাম তাঁর চিকিৎসার ব্যয় বহনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের প্রস্তাব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, তিনি তাঁর চিকিৎসার জন্য দেশের মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করতে চান না। তবে তিনি তাঁর রহস্যজনক রোগের গবেষণা কাজের জন্য ২০ হাজার ডলার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশের ধনী লোকদের প্রতি আবেদন জানান।

দেশ এবং জনগণের প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ করে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী বলেছেন, ইমপেরিয়াল কলেজে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে একজন পাকিস্তানী ছাত্রের জন্য আসন সংগ্রহে আগ্রহী। তিনি বলেন, ইতালির ত্রিয়াস্তে সেন্টারেও তিনি পাকিস্তানের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে চান। পাকিস্তান ফোরাম ড়াঃ সালামের অসুস্থতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ফোরাম জানিয়েছে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটছে। যুক্তরাজ্যে পাকিস্তান হাই কমিশনের প্রতি ডঃ সালামের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিন প্রকাশের জন্য আহ্বান জানিয়েছে"।

(২-১-৯৬ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

জামাত পাকিস্তান থেকে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছে

"শামসুল আলম (রাঙামাটি): জামাত দেশের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এ শক্তি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে ধ্বংস করতে অস্ত্র নিয়ে মাঠে নেমেছে। তারা পাকিস্তান থেকে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিকে ধ্বংস করার চক্রান্তে মেতে ওঠেছে। গতকাল রাঙ্গামাটি শহরের পুরাতন আদালত ভবন মাঠে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তারা একথা বলেন।

রজত জয়ন্তী উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদযাপন পরিষদের জাতীয় কমিটির সম্পাদক সৈয়দ হাসান ইমাম, সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এসএম ইউসুফ, সাবেক সাংসদ সুদীপ্তা দেওয়ান, সাবেক সাংসদ দীপংকর তালুকদার, সাবেক স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান। জেলা

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিংকিউ রোয়াজা। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হিমাংশু বিকাশ খিসা ও মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

বক্তারা আরো বলেন, জামাতশিবির সারা দেশে ধর্মের নামে ব্যবসা করে মাদ্রাসাগুলোকে অস্ত্রের কারখানা ও গুদামে পরিণত করেছে। স্বাধীনতার ২৫ বছর পরও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘাতক গোলাম আযমের বই পড়ানো হয়"।

(২৯শে ডিসেম্বর '৯৫ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

রাজনীতি বাদ দিয়ে ধর্মকর্মে মন দিন

"পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো দেশের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি রাজনীতি পরিহার করে ধর্ম-কর্মে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ধর্মীয় নেতাদের উচিত গঠনমূলক ভূমিকা পালনের দ্বারা নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিকাশের মাধ্যমে সবার কাছে ইসলামের মূল্যবোধ পৌঁছে দেয়া।

ইসলামাবাদ থেকে এএফপি জানায়, বেনজীর ভুট্টোর তথাকথিত পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিবাদে বহুদলীয় মিল্লি ইয়েকজেহাতি কাউন্সিল (এম ওয়াই সি) কর্তৃক শনিবার আহূত ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করে বেনজীর ভুট্টো বলেন, দেশের জনগণ এই ধর্মঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয় নি। তিনি বলেন, এ ধরনের রাজনীতিতে লিপ্ত না হয়ে উলেমা মওলানাদের ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদানে ব্রতী হওয়া উচিত।

তবে, শনিবারের ধর্মঘট আহ্বানকারী এম ওয়াই সি নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে, তারা প্রধানমন্ত্রীর পশ্চিমা তোষণ নীতির প্রতিবাদ অব্যাহত রাখবেন।

পাকিস্তানের মত মুসলিম দেশে মহিলা নেতৃত্ব ইসলাম বিরোধী হবে বলে ধর্মীয় নেতাদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৮৮ ও ১৯৯৩ সালে দু'দুবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত বেনজীর ভুট্টো গত মাসে ধর্মীয় স্বৈরাচারের জন্য ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন।

জাতীয় সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, এম ওয়াই সির শনিবারের সাধারণ ধর্মঘটে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল না, এমন কি পরিবহন খাতকে সম্পূর্ণ অচল করে দেবার যে হুমকি তারা দিয়েছিল তাও ব্যর্থ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর অনুসৃত নীতি ইসলাম বিরোধী বলে যে প্রচারণা চালানো হয় বেনজীর ভুট্টো তা নাকচ করে দিয়ে বলেন, এমন কি জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাকেও এ রকম অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এ দিকে এম ওয়াই সির চেয়ারম্যান মাওলানা শাহ্ আহমদ নুরানী বলেছেন, পাকিস্তান আন্দোলনে মাওলানাদের বিরাট অবদান রয়েছে। রাজনীতিতে তাদের অধিকারকে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না"। (২রা জানুয়ারী '৯৬ইং তারিখের দৈনিক খবর-এর সৌজন্যে)

করাচিতে নববর্ষ

প্রথম দিনেই ১৬ জন খুন ১৯৫০ জন নিহত হয়েছে ১৯৯৫ সালে

"সহিংসার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে পাকিস্তানের বন্দরনগরী করাচির নতুন বছর। গতকাল সোমবার বছরের প্রথম দিনে সেখানে বিভিন্ন ঘটনায় কমপক্ষে ১৬ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে একজন আধাসামরিক টহলদার সৈনিকও রয়েছে। ১৯৯৫ সালে এ শহরে জাতিগত দাঙ্গায় ১ হাজার ৯শ' ৫০ জন নিহত হয়। রয়টার এ খবর দিয়েছে।

সকালবেলা নগরীর পূর্বাঞ্চলীয় মালির এলাকায় বুলেটবিদ্ধ একটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশ সূত্র তাকে টহল সৈনিক দোস্ত মোহম্মদ বলে সনাক্ত করেছে। পুলিশ আরো জানায়, দোস্ত মোহাম্মদ সাধারণ পোশাকে ঐ এলাকার গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করছিলেন। লিয়াকতাবাদ এলাকায় একটি বিপণি কেন্দ্রের পেছনে পার্ক করা একটি মোটর গাড়িতে আরো চারটি বুলেটবিদ্ধ অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহ-গুলোর ব্যাপারে বিশদ তথ্য পাওয়া না গেলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান, নিহতদের মধ্যে একজন সামরিক ক্যাপ্টেন রয়েছেন। একই দিন পূর্বাঞ্চলীয় শিল্প এলাকা কোরাঙ্গির একটি গৃহে অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীরা ঢুকে পড়ে গুলি ছুড়তে থাকলে এক বৃদ্ধ ও তার পাঁচ পুত্র গুলিবিদ্ধ হয়। হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে ৬৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধটি এবং তার চার পুত্র অল্পক্ষণের মধ্যেই নিহত হয়। এবং বেশ ক'টি বুলেটবিদ্ধ হলেও একটি পুত্র প্রাণ রক্ষা পায়। বন্দুকধারীরা গৃহ থেকে অর্থ ও অলংকার ছিনতাই করে। এছাড়া মধ্যা-ঞ্চলের শরীফাবাদ এবং চাঁদনি চক এলাকায় দু' যুবক গুলি বিদ্ধ হয়। একই এলাকায় আগের রাতে ৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। পুলিশ জানায় অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা একজন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাকে অপহরণ করার পর শহরের দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকা থেকে তার বুলেটবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার দেহে অত্যাচারে চিহ্ন ছিলো। এছাড়া রিসালা এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং একজন দোকানদার। পশ্চিমাঞ্চলীয় ওরাঙ্গিতে একইভাবে বুলেটবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় এক যুবক।"

(২-১-৯৬ ইং তারিখের দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সম্মেলন শুরু

"আহমদী মুসলিম জামাতের দুইদিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন ৪নং বকসী বাজার রোডস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর শুরু হয়।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন আহমদীয়া জামাতের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, এই ধর্মীয় সম্মেলন পার্থিব কোন সভা-সম্মেলনের মত নয়। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। ধর্মীয় জ্ঞানের

প্রসারের জন্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে এই জলসার আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে তেলওয়াত করা হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ এই প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। খবর বিজ্ঞপ্তির।"

(৬-১-৯৬ ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

আমরা সাম্প্রদায়িক নই ঃ তৌফিক চৌধুরী

"বাংলাবাজার রিপোর্ট ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী বলেছেন, আমরা সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী নই। আমাদের ভিত্তি হিংসার উপর নয়। ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তিনি গতকাল শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৭২তম ন্যাশনাল সালানা জলসার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

বকশী বাজারস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামাত কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই সালানা জলসার উদ্বোধনী অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মুকাররম চৌধুরী মোবারক মুসলেহউদ্দিন আহমদ, মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী ও মাওলানা সালেহ আহমদ। স্বাগত ভাষণ দেন ন্যাশনাল সালানা জলসা কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ মীর মোহাম্মদ আলী।

তৌফিক চৌধুরী বলেন, যে ধর্মে সার্বজনীনতা নেই, মানবিক মূল্যবোধ নেই, সেটা ধর্ম নয়। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোক আছে তারা সেই দেশের কল্যাণের জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন।

দু'দিনব্যাপী এই জলসায় সারাদেশ থেকে প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন।"

(৬-১-৯৬ ইং তারিখের দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

আহমদীয়া জামাতের সালানা জলসা শুরু

"আহমদীয়া জামায়াতের ২ দিনব্যাপী সম্মেলন (সালানা জলসা) ৪নং বকশীবাজার রোডস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজ আদায়ের পর শুরু হয়েছে।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন আহমদীয়া জামায়াতের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। উদ্বোধনী ভাষণে আমীর সাহেব বলেন, এই মহতি ধর্মীয় সম্মেলন পার্থিব কোন সভা সম্মেলনের মত নয়। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। ধর্মীয় জ্ঞানের প্রসারের জন্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে এই জলসার আয়োজন করা হয়েছে।

আমীর সাহেব বলেন, ১৮৯১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ভারতের কাদিয়ানে সর্বপ্রথম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর ভিত্তি স্থাপন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে আমীর সাহেব আরো বলেন, আল্লাহতায়ালা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে জানিয়েছেন যে, এই জলসাসমূহে বিভিন্ন জাতি আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একত্রিত হবে।

আমীর সাহেব বলেন, আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এই জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন যে, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আগমন করে ইসলামের পরমতসহিষ্ণুতা ও উদার

ধর্মীয় শিক্ষা তুলে ধরেছেন। ধর্মীয় হানাহানি বন্ধ করে হিন্দু-মুসলমান শান্তিতে বসবাসের জন্য পাক ভারত, বাংলাদেশ সম্পর্কে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর শেষ উপদেশ ও প্রসঙ্গ তিনি তুলে ধরেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করা হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। এই অধিবেশনে খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)-এর প্রকৃত তাৎপর্য এবং খেলাফত ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার শীর্ষক বিষয়ে মাওঃ আবদুল আউয়াল চৌধুরী ও মাওঃ সালেহ আহম্মদ বক্তব্য প্রদান করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে এ পর্যন্ত হাজার হাজার খোদা প্রেমিক জামায়াতের প্রতিনিধি যোগদান করেন"। (৬-১-৯৬ ইং তারিখের দৈনিক খবর-এর সৌজন্যে)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বার্ষিক সম্মেলন শুরু

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দুদিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন (সালানা জলসা) গতকাল শুক্রবার দুপুরে বকশীবাজার রোডের কেন্দ্রীয় মসজিদে শুরু হয়েছে। জামাতের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সম্মেলন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে খাতামান্নাবীঈনের (সাঃ) প্রকৃত তাৎপর্য এবং খেলাফত ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও মাওলানা সালেহ আহমদ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ন্যাশনাল আমীর তৌফিক চৌধুরী বলেন, এই মহতী ধর্মীয় সম্মেলন পার্থিব কোন সভা সম্মেলনের মতো নয়। সম্পূর্ণ আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। ধর্মীয় জ্ঞানের প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের জন্য এই জলসার আয়োজন করা হয়েছে। (বিজ্ঞপ্তি)"

(৬ই জানুয়ারী '৯৬ইং তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজ-এর সৌজন্যে)

আহমদীয়া জামাতের সম্মেলন সমাপ্ত

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর দু'দিনব্যাপী ৭২তম সম্মেলন শেষ হয়েছে। কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ১০২টি শাখা থেকে প্রায় ৩ হাজার ধর্মপ্রাণ মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী চক্র জিহাদের নামে মুরতাদের শাস্তি এবং একদল মুসলমানকে কাফের ঘোষণার দাবিতে এদেশে অপচেষ্টায় লিপ্ত।

অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মুকাররম চৌধুরী। (খবর বিজ্ঞপ্তি)"

(৮-১ ৯৬ইং তারিখের দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

খাঁটি ইসলামের সাথে এই দাবীর দূরতম সম্পর্কও নেই

—তৌফিক চৌধুরী

"ধর্মীয় ভাবগম্ভীর ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর ২ দিনব্যাপী ৭২তম বার্ষিক সম্মেলন (সালানা জলসা) গত ৬ই জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাপ্ত হয়। এ জলসায় দেশের ১০২টি শাখা থেকে তিন হাজার ধর্মপ্রাণ মুসল্লী ও আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে আহমদীয়া মুসলিম জামায়াত, বাংলাদেশের ন্যাশন্যাল আমীর আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মৌলবাদী চক্র তথাকথিত জিহাদের নামে মুরতাদের শাস্তি এবং একদল মুসলমানকে কাফের ঘোষণার দাবীতে এদেশে 'সন্ত্রাসী ইসলাম' প্রবর্তনের অপচেষ্টায় লিপ্ত। খাঁটি ইসলামের সাথে এই দাবীর দূরতম সম্পর্কও নেই।

কোরআন হাদীসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি এসব দাবীর অসারতা প্রমাণ করে বলেন, উগ্র মৌলবাদী চক্রকে প্রতিহত করার জন্য প্রকৃত ইসলাম সম্বন্ধে জানা ও গবেষণা করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে আহমদীয়া জামায়াত একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। সত্যান্বেষণকারী ও জ্ঞান চর্চাকারী সকলের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত।

অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মুকাররম চৌধুরী মোবারক মুসলেহ উদ্দিন আহমদ।

সবশেষে সম্মিলিত ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইসলামী জলসার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষ হয়। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি।"

(৯-১-৯৬ইং তারিখের দৈনিক খবরের সৌজন্যে)

মৌলবাদী চক্রকে প্রতিহত করতে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে

"ধর্মীয় ভাবগম্ভীর ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর ২ দিনব্যাপী ৭২তম বার্ষিক সম্মেলন (সালানা জলসা) গত ৬ই জানুয়ারী কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাপ্ত হয়। এ জলসায় দেশের ১০২টি শাখা থেকে ৩ হাজার ধর্মপ্রাণ ও আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে আহমদীদা মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মৌলবাদী চক্র তথাকথিত জিহাদের নামে মুরতাদদের শাস্তি এবং একদল মুসলমানকে কাফের ঘোষণার দাবিতে এদেশে 'সন্ত্রাসী ইসলাম' প্রবর্তনের অপচেষ্টায় লিপ্ত। খাঁটি ইসলামের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। কোরআন হাদিসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি এসব দাবির অসারতা প্রমাণ করে বলেন, উগ্র মৌলবাদী চক্রকে প্রতিহত করার জন্য প্রকৃত ইসলাম সম্বন্ধে জানা ও গবেষণা করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে আহমদীয়া জামাত একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। সত্যান্বেষণকারী ও জ্ঞান চর্চাকারী সকলের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত।

অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মোবারক চৌধুরী মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ। সবশেষে সম্মিলিত ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইসলামী জলসার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষ হয়। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।"

(১০-৬-৯৬ইং তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সৌজন্যে)

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুল

(গুল)

(সাত থেকে দশ বছর বয়সের ওয়াকফে নও বালক-বালিকাদের জন্যে তালীম তরবীয়তি পাঠ্যক্রম)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

(দ্বিতীয় কিস্তি)

ছেলে—আমরা কীভাবে জানতে পারবো যে, খোদাতা'লা কী কী করতে পারেন।

মা—ইহা জানা তো মানুষের সাধ্যের কথা নয়। তোমরা এক দোয়াত কালি দ্বারা কত সময় পর্যন্ত লেখতে পারো? উহা কি শেষ হয় না? যদি পানির গেলাসের মত কালির দোয়াত হয় তাহলে তো আরও বেশী লেখা যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যতই নদী-সাগর আছে অর্থাৎ দুনিয়াতে যতই পানি আছে সবই যদি কালি হয় আর যতই গাছ-গাছড়া আছে কেটে কেটে যদি কলম বানানো হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ও কাজগুলো যা তিনি করতে পারেন, এসব প্রসঙ্গে যদি প্রশংসা লিখতে হয় তবুও ওগুলো লিখে শেষ করা যাবে না।

ছেলে—আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী সম্বন্ধে বলুন না, আম্মু।

মা—আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী 'সিফত' নামে পরিচিতি। আর গুণগুলোকে গণনা করা যায় না। আল্লাহ্ পাকের নামগুলো কুরআন শরীফে এসেছে। ঐ নামগুলোকে 'আসমায়ে এলাহী' (অর্থাৎ ঐশী নামসমূহ) বলা হয়। আসমায়ে এলাহী মুখস্ত করে বারে বারে পাঠ করলে অনেক সওয়াব (পুণ্য) লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লার নিকট যে জিনিষ চাও তাঁর ঐ নির্দিষ্ট সংশ্লিষ্ট নাম নিয়ে চাও। যেভাবে হেফাযতের প্রয়োজন হলে, কোন ভয়ের অবস্থা হলে 'ইয়া হাফীযো' (অর্থাৎ হে সংরক্ষণকারী!) বলো। জ্ঞান লাভ করতে দোয়ার প্রয়োজন হলে বলো—হে সর্বজ্ঞানী খোদা আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দাও। ইহা ছাড়াও মানুষকে এসব গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্যে চেষ্টা করা দরকার এবং অন্যান্যদেরকে শেখানো দরকার। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্তা'লার কয়েকটি সিফত (গুণ) শিখাচ্ছি।

আল্‌ মালেক ঃ সবচে' বড় বাদশাহ্‌। উভয় জগতের কর্তা। সব লোক তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর ওপরে কোন বিচারক নেই। কেবল তিনিই দিতে পারেন। এজন্যে কেবল তাঁর নিকটেই চাওয়া উচিত।

আল্‌ কুদ্দুস ঃ সর্বাধিক পবিত্র। যাঁর মধ্যে কোন প্রকারের কমতি বা খারাবির ধারণাও হয় না। তাঁকে মান্যকারীদেরও চেষ্টা করা উচিত যে, তাদের মধ্যেও যেন কোন প্রকারে মন্দ-স্বভাবের সৃষ্টি না হয়। চিন্তাও যেন হয় সুচিন্তা আর বলাও যেন হয় ভাল কথা। ফিরিশ্‌তাগণের ন্যায় পবিত্র হওয়া দরকার।

আস্‌ সালাম ঃ সবচে' বেশী শান্তি ও স্বস্তি দেয়ার অধিকারী। যাঁর কাছ থেকে কেবল কল্যাণই কল্যাণ লাভ হয়। এজন্যে প্রত্যেক মানুষকেও একে অপরের জন্যে স্বস্তি প্রদানের অধিকারী হওয়ার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

আল্‌ মু'মেন ঃ নিরাপত্তা দাতা। এ দুনিয়াতেও নিরাপত্তা দাতা আর পরকালেও নিরাপত্তা দাতা। মানুষও যেন অন্যকে নিজের ও অন্যের দুষ্কৃতি থেকে নিরাপত্তা দাতায় পরিণত হয়।

আল্‌ 'আযীয ঃ মহাপরাক্রমশালী। যা চান তা করার অধিকারী। যাঁর ওপরে আর কেউ বিজয়ী হতে পারে না। যখন আমাদের মহাপরাক্রমশালী খোদা আছেন তখন নিজেদের জ্ঞান ও কর্মের জন্যে, খোদাকে চেনার জন্যে এবং পার্থিব প্রয়োজনীয় জিনিষ কেবল তাঁরই নিকটে যাচ্‌না করা উচিত। অন্য কারও সামনে হাত পাতা উচিত নয়।

আল্‌ জাব্বার ঃ খুবই বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সংশোধনকারী। এতই উচ্চ মর্যাদা যে, তাঁর উচ্চ মর্যাদাকে বুঝার শক্তি ও ক্ষমতাও কারও হতে পারে না। মানুষ নিজের মন্দ কথাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুক এবং নিজের কর্মকে সুন্দর করুক।

আল্‌ মুতাকাব্বের ঃ অতীব দাম্ভিক, সম্মানিত। তিনি এ কথা থেকে মুক্ত যে, কেউ তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হয়। মানুষের খোদা তাকে শিখান যে, খোদার সাথে সম্পর্ক-যুক্ত হলে দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিকে মূল্যহীন মনে হয়।

আল্‌ খালেক ঃ গঠনকারী। নিজ সৃষ্টিকে নিজ প্রজ্ঞা ও পরিমাপ অনুযায়ী গঠনকারী। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী একই চলন-ভঙ্গিতে চলছে। এদের গতিকে বিশেষ পরিমাপে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্‌ বারী ঃ স্রষ্টা। সকল জিনিস তাঁর। তিনিই স্রষ্টা। যখন তাঁর আদেশ হয় তখন কোন কিছু সৃষ্টি হয়। এ জন্যে সকল প্রয়োজনের কথা তাঁর নিকট বলা দরকার। তাবিয কবচ, পীর, ফকীরের মন্ত্র প্রভৃতি কোন কিছু দিতে পারে না।

আল্ মুসাওভীর ঃ আকৃতি গঠনকারী। বিশেষ আকৃতি দানকারী। প্রতিটি বস্তুকে খোদাতা'লা বিশেষ আকৃতিতে গঠন করেন। এজন্যে কারও দোষ-ত্রুটি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা উচিত নয়। তাঁর কাজ ত্রুটিহীন হয়ে থাকে। মানুষের দুর্বলতাসমূহ দোষ-ত্রুটিতে রূপান্তরিত হয়।

টিকা—শিশুদেরকে ঐশী নামগুলো মুখস্ত করিয়ে দিন। আর নামসমূহের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যা পূর্বে লেখা হলো ওগুলোর সাহায্যে নিজ ভাষায় নিজ ভঙ্গীমায় কথায় কথায় বুঝাতে থাকুন। এভাবে শিশুদের মনে খোদাতা'লার সত্তার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। (ইনশাআল্লাহুল 'আযীয)

রেসালত

মা—আমরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় জীবনের কিছু কথা বলেছিলাম তা তোমাদের মনে থাকবে আশা করি। আর তোমরা ঐ প্রাণাধিক প্রিয় সত্তা সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে চাইবে। আমরা প্রথমে শেষান কথার পুনরাবৃত্তি করে আগের ঘটনাসমূহের কথা বলবো। আদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কোথায় জন্ম নিয়েছিলেন তা আশা করি তোমাদের মনে আছে।

ছেলে—মক্কায়। তাঁর (সাঃ) আব্বুর নাম হযরত আবদুল্লাহ্ আর আম্মুর নাম হযরত আমেনা।

মা—জন্ম তারিখ এবং সময় বলতো, আব্বু।

ছেলে—সময়টি ছিল খুব ভোর বেলা কিন্তু তারিখ .....

মা—২৪শে এপ্রিল, ৫৭১ খৃষ্টাব্দ। আচ্ছা বলতো কোন্ বংশের সাথে তাঁর (সাঃ) সম্পর্ক ছিল।

ছেলে—বনী হাশেম নামে কুরায়েশের এক বংশের সাথে। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর পরদাদার নাম হাশেম।

মা—আমাদের নবী (সাঃ)-এর জন্মের পূর্বে আরবে কোন্ বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল।

ছেলে—আস্হাবে ফীল (হস্তী বাহিনী) সম্বন্ধীয় ঘটনা। যখন হস্তী বাহিনী আল্লাহ্র ঘর ধ্বংস করতে এসেছিল তখন আল্লাহ্তা'লা নিজের ঘরকে রক্ষা করলেন। ঐ সৈন্য বাহিনীকে রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করলো এবং ধ্বংস হয়ে গেল।

মা—প্রিয় নবী (সাঃ)-এর দাদা ও চাচার নামও বলে দাও তো, আব্বু!

ছেলে—দাদার নাম হযরত আব্দুল মুত্তালিব এবং চাচার নাম হযরত আবু তালিব। তাঁর (সাঃ) পিতা জন্মের পূর্বেই মারা যান।

মা—তাঁর (সাঃ) নাম কে রেখেছিলেন ?

ছেলে—তাঁর (সাঃ) নাম তাঁর (সাঃ) দাদা রেখেছিলেন। তাঁর (সাঃ) দাদা চেয়েছিলেন যে, তাঁর পৌত্র বড় হয়ে অনেক সম্মানীত ও উত্তম মানুষ হবে। এজন্যে তিনি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর নাম মুহাম্মদ রাখলেন যার অর্থ হলো সর্বাধিক প্রশংসার যোগ্য।

মা—তাঁকে (সাঃ)-কে দুধ পান করান? আর তাঁর (সাঃ) দুধ ভাই-এর নাম কি?

ছেলে—তাঁকে (সাঃ) ধাত্রী হযরত হালিমা দুধ পান করান। আর তাঁর (সাঃ) দুধভাই-এর নাম ছিল আবদুল্লাহ্। তার সাথে তিনি খেলা করতেন। তিনি (সাঃ) ধাত্রী হালিমার নিকট চার বছর ছিলেন।

মা—তিনি (সাঃ) তাঁর আম্মু হযরত আমেনার সাথে কত দিন থাকার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন?

ছেলে—কেবল দু'বছর। এর পরে তাঁর (সাঃ) আম্মু মারা গেলেন। এ সময়ে তাঁর (সাঃ) বয়স মাত্র ছয় বছর।

মা—আবওয়া নামক স্থানে তাঁর (সাঃ) আম্মু মারা গেলে তাঁকে (সাঃ) দাদাজানের নিকট নিয়ে আসা হলো। তার নিকট তিনি (সাঃ) কত দিন ছিলেন?

ছেলে—দাদাজানের নিকটও তিনি দু'বছর ছিলেন। তাঁর (সাঃ) দাদাও মারা যাবার পরে তিনি (সাঃ) তাঁর চাচা হযরত আবু তালিবের নিকট থাকতে লাগলেন।

মা—তাঁর (সাঃ) আরও অনেক চাচা ছিলেন। কিন্তু তাঁর (সাঃ) আব্বু হযরত আবদুল্লাহ্ ও হযরত আবু তালিবের আম্মু একজনই ছিলেন। এজন্যে তাঁর (সাঃ) দাদা মনে করলেন যে, হযরত আবু তালিব এ শিশুকে অধিক স্নেহের দৃষ্টিতে দেখবেন। তাঁর (সাঃ) দাদাজান তাঁর চাচাকে ডেকে নসিহতও করলেন যে, এ চাঁদের টুকরো শিশুকে আদরের সাথে রাখবে।

ছেলে—হযরত আবু তালিব কি তাহলে তাঁকে আদরের সাথে লালন-পালন করেছিলেন?

মা—তার সন্তানদের চাইতেও অধিক আদর করতেন তাঁকে। এমন কি একবার বিদেশে যাবার সময়ে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর বায়না অনুযায়ী তাঁকে সাথে নিয়ে গেলেন। ইহা ছিল সিরিয়ার সফর। এই সফরেই বাহীরা নামক সন্ন্যাসী তাঁকে (সাঃ) দেখে চিনতে পারলেন যে, এ শিশু বড় হয়ে আল্লাহ্‌র নবী হবেন। এ সময়ে তাঁর (সাঃ) বয়স ছিল বার বছর।

(চলবে)

শোক সংবাদ

গত ২৮-১২-৯৫ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্র ১০-৩৫ মিনিটে (প্রায়) আমার দাদী মোসাম্মৎ রমচান বিবি আমাদের বাসায় ইন্তেকাল করেন, (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন)। তিনি নিষ্ঠাবান নামাযী ছিলেন। তিন ছেলে, এক কন্যা, নাতি-নাতনী এবং অনেক আত্মীয়-স্বজন ও অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ১১১ বছর। জামালপুরে আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। তার রুহের মাগফেরাতের জন্য জামাতের সকল ভাই ও বোনদের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌঃ
জেলা মোতামাদ বুঃ সিলেট জেলা

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ৭২তম সালানা জলসা ও ১৬তম মজলিস শূরা অভূতপূর্ব সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযল ও করমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৭২তম সালানা জলসা এবং ১৬তম মজলিস শূরা নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও অভূতপূর্ব সফলতার সাথে যথাক্রমে ৫-৬ ও ৭ই জানুয়ারী '৯৬ সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ এতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ৩০০০ হাজারেরও অধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। হুযুর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে এতে যোগদান করেন চৌধুরী মোবারক মুসলেহ উদ্দীন আহমদ সাহেব। এ জলসার খবর বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছে। (আহমদী বার্তা)

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র অধীনস্থ খুলনা বিভাগের ১ম তালীমুল কুরআন ক্লাস ও ইজতেমা যথাক্রমে ২২-১২-৯৫ হতে ২৪-১২-৯৫ ও ২৫-১২-৯৫ইং তারিখ অত্যন্ত কামিয়াবীর সাথে সম্পন্ন হয়। চট্টগ্রাম মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ১৫ ও ১৬ই ডিসেম্বর '৯৫। ক্রোড়া মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ২৬-১২-৯৫ইং তারিখে।

আবদুল কাদির ভূইয়া
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক অনুমোদিত মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর নবগঠিত মজলিসে আমেলা। সকলের অবগতি, দোয়া ও পূর্ণ সহযোগিতার জন্যে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	পদবী	নাম
১।	নায়েব সদর — (১)	জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সামী
২।	নায়েব সদর — (২)	জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী
৩।	নায়েব সদর — (৩)	জনাব নাসের আহমদ (বনামী)
৪।	মোতামাদ	জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (তপু)
৫।	এ্যাডিশনাল মোতামাদ—(১)	জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
৬।	এ্যাডিশনাল মোতামাদ—(২)	জনাব মোহাম্মদ শাহাজাদা খান
৭।	মোহতামীম খেদমত-ই-খালক	জনাব ডঃ আবুল হাশেম (শামীম)
৮।	এ্যাডিশনাল মোহতামীম খেদমত-ই-খালক	জনাব আই, ই, মোহাম্মদ জাকারিয়া
৯।	মোহতামীম তালীম	জনাব শাহ গালিব বিন হাবিব
১০।	এ্যাডিশনাল মোহতামীম তালীম	জনাব কামাল আহমদ
১১।	মোহতামীম তরবীয়ত	জনাব এস এম রহমতউল্লাহ
১২।	এ্যাডিশনাল মোহতামীম তরবীয়ত	জনাব মাসুদ আহমদ
১৩।	মোহতামীম এশায়াত	জনাব নূরুল ইসলাম (মিঠু)

১৪।	এ্যাডিশনাল মোহতামীম এশায়াত	জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
১৫।	মোহতামীম উমুরে তোলাবা	জনাব মোহাম্মদ আহমদ (তপু)
১৬।	এ্যাডিশনাল মোহতামীম উমুরে তোলাবা	জনাব কবির আহমদ (সুজন)
১৭।	মোতামীম উমুমী	জনাব মোহাম্মদ রফিক আহমদ
১৮।	এ্যাডিশনাল মোতামীম উমুমী-১	জনাব মোহাম্মদ হাবিবউল্লাহ্‌
১৯।	এ্যাডিশনাল মোহতামীম উমুমী-২	জনাব মোহাম্মদ শামীম আহমদ
২০।	মোহতামীম তাহরীকে জাদীদ	জনাব শাহ নাসের মোহাম্মদ আদিল
২১।	মোহতামীম সেহতে জিসমানী	জনাব ইনামুর রহমান
২২।	এ্যাডিশনাল মোহতামীম সেহতে জিসমানী	জনাব আহমদ সাকেব মাহমুদ
২৩।	মোহতামীম ওয়াকারে আমল	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
২৪।	এ্যাডিশনাল মোহতামীম ওয়াকারে আমল	জনাব তাহের আহমদ দেওয়ান
২৫।	মোহতামীম মাল	জনাব নাসের আহমদ
২৬।	এ্যাডিশনাল মোহতামীম মাল	জনাব মসীহ-উজ জামান
২৭।	মোহতামীম সানায়াত ও তেজারত	জনাব আহ্‌সান খান চৌধুরী
২৮।	এ্যাডিশনাল মোহতামীম সানায়াত ও তেজারত-১	জনাব সৈয়দ হাসান মাহমুদ
২৯।	এ্যাডিশনাল মোহতামীম সানায়াত ও তেজারত-২	জনাব আব্দুস সালাম
৩০।	মোহতামীম আতফাল	জনাব বেলাল আহমদ তুষার
৩১।	মোহতামীম তাজনীদ	জনাব সুলতান আহমদ
৩২।	মোহতামীম তবলীগ	জনাব শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম
৩৩।	মোহতামীম মুক্তোঝরা	জনাব আবু জাকির আহমদ
৩৪।	মোহতামীম মোকামী	জনাব আব্দুল আলীম খান চৌধুরী
৩৫।	মোহাসেব	জনাব নাসের আহমদ (বনানী)
৩৬।	এ্যাডিশনাল মোহাসেব	জনাব শাহ আযীয মোহাম্মদ তালহা

রিজিওনাল কায়েদ

ক্রমিক নং	দায়িত্বাধীন এলাকা	নাম
১।	রাজশাহী-১ রিজিওন	জনাব খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম
২।	রাজশাহী-২ রিজিওন	জনাব আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক
৩।	খুলনা রিজিওন	জনাব শামসুর রহমান
৪।	বরিশাল রিজিওন	জনাব লুৎফর রহমান
৫।	ঢাক রিজিওন	জনাব মোমিনুর রহমান
৬।	ঢাকা রিজিওন (এ্যাডিশনাল)	জনাব নাসের আহমদ
৭।	চট্টগ্রাম রিজিওন	জনাব খন্দকার মোস্তাক আহমদ

জেলা কায়েদ

ক্রমিক নং	দায়িত্বাধীন এলাকা	নাম
১।	বৃহত্তর দিনাজপুর	জনাব গোলাম হুসেন
২।	বৃহত্তর রংপুর	জনাব নজিবুর রহমান
৩।	বৃহত্তর বগুড়া	জনাব আবদুল্লাহ আহমদ
৪।	বৃহত্তর রাজশাহী ও পাবনা	জনাব শহীদ হোসেন খাঁন
৫।	বৃহত্তর কুষ্টিয়া	জনাব খাদেমুল ইসলাম
৬।	বৃহত্তর খুলনা ও বৃহত্তর যশোর	জনাব নূরুদ্দিন আহমদ
৭।	বৃহত্তর বরিশাল	জনাব জালাল আহমদ
৮।	বৃহত্তর ঢাকা	জনাব মারুফ আহমদ
৯।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বৃহত্তর জামালপুর ও টাংগাইল	জনাব মুহিবুর রহমান
১০।	বৃহত্তর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	জনাব মনোয়ার আহমদ
১১।	বৃহত্তর সিলেট	জনাব আনোয়ার হুসেন চৌধুরী
১২।	বৃহত্তর চট্টগ্রাম, বৃহত্তর নোয়াখালী	জনাব মনসুর আহমদ
১৩।	বৃহত্তর কুমিল্লা ও চাঁদপুর	জনাব আবুল কাশেম

০ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ১৬-১২-৯৫ইং তারিখ রোজ শনিবার উত্তর আহমদীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ২য় বার্ষিক কায়েদ সম্মেলন ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)।

০ গত ৩/১১/৯৫ইং এবং ২/১২/৯৫ইং তারিখদ্বয় খুলনা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মাসিক তাহাজ্জুদ নামায কর্মসূচী সম্পাদন করে।

০ গত ২৮-১২-৯৫ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার আঃ, মুঃ, জাঃ সুন্দরবন দারুত তবলীগে মক্তবের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক ইজতেমার আয়োজন করা হয়।

০ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঘাটুরা গত ২৫শে ডিসেম্বর "আতফাল দিবস" উদযাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছে (আলহামদুলিল্লাহ্)।

সন্তান লাভ

গত ৩০শে ডিসেম্বর, '৯৫ শনিবার সকাল ৮-৫২ মিনিটে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন। হুযুর (আইঃ) মোবারকবাদ জানিয়ে একটি তাজা ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে নাম রেখেছেন, আতাউন্ নূর (ATAUNNOOR) আলহামদুলিল্লাহ্। নবজাতক 'ওয়াকফে নও'। তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও খাদেমে দীন হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন রইল।

মোহাম্মদ আবদুল হাদী
ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, লণ্ডন

গত ২৯শে ডিসেম্বর, '৯৫ইং শুক্রবার রাত ৮টা ১৫ মিঃ চট্টগ্রামের স্থানীয় ক্লিনিকে আমার বড় ভাই খালিদ আহমদ সিরাজীকে আল্লাহ্ তা'লা এক পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

নবজাতক চট্টগ্রাম জামাত-এর সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ, তালীম তরবীত ও ওয়াক্‌ফে নও সুপার ভাইজার জনাব মাসউদুল হক সিরাজীর নাতি এবং দিনাজপুর নিবাসী প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম সানাউল্লাহ সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতি।

নবজাতকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সর্বোপরি ইসলাম এবং জাতির গৌরবোজ্জল ভূমিকা রাখার জন্য সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী।

নাসির আহমদ সিরাজী
চট্টগ্রাম

পদ খালি

	পদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদের সংখ্যা	বেতন
ক)	বিক্রয় প্রতিনিধি	এস, এস, সি (সমমান)	—	কমিশন বেসিসে
খ)	সাধারণ কর্মচারী	৫ম (পঞ্চম শ্রেণী)	১০ (দশ)জন	আলোচনা সাপেক্ষে
গ)	অফিস পিয়ন	৮ম (অষ্টম শ্রেণী)	০১(এক)জন	,,
ঘ)	নিরাপত্তা প্রহরী	,,	০১(এক)জন	,,
ঙ)	ডেলিভারী ম্যান	,,	—	,,

শর্তাবলী :—

১। সকল আগ্রহী প্রার্থীগণকে দরখাস্তের সঙ্গে ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট, ও শিক্ষাগত যোগতার মূল কপি আনতে হবে।

২। অধিকন্তু যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল যোগ্য।

৩। পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। নিয়োগ প্রাপ্তির পর প্রতিনিধিদের ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

৪। অফিস চলাকালীন সময়ে সকাল ৮ (আট) টা হতে বিকেল ৪ (চার) টার মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে।

৫। কোম্পানীর দরখাস্তের ফরমে অবশ্যই দরখাস্ত করতে হবে।

৬। সাক্ষাতকারের জন্য কোন যাতায়াত খরচ ও অন্যান্য ভাতা দেয়া হবে না।

৭। প্রতি পদের জন্য আলোচনা সাপেক্ষে জামানত দিতে হবে।

৮। যোগাযোগের ঠিকানা নীচে বর্ণিত হল।

যোগাযোগের ঠিকানা :
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
রিউ ফার্মা কেমিক্যাল কোং
৪১৮ নং ডাক্তার শেফালী বাজার
৪র্থ তলা বিল্ডিং এর নিচ তলা
নয়াপাড়া, পূর্বা ধনীয়া
ডেমরা, ঢাকা।

বিঃ দ্রঃ—শনির আখড়া বাস ষ্ট্যাণ্ড এর দক্ষিণ দিকে উক্ত ঠিকানা। গুলিস্তান থেকে যাত্রাবাড়ী এর পর শনির আখড়া।

সম্পাদকীয়

রোযা ব্রত

বছরের চাকার নিয়ত আবর্তনে আবার এসেছে পবিত্র মাহে রমযান—আধ্যাত্মিক ভুবনে বসন্তের সমারোহে রোযা ব্রত বা সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্ম-শুদ্ধির মাস, পরম করুণাময় আল্লাহ্‌কে একান্ত করে পাবার মাস। রমযানের সাধনার পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন—মানুষ যত কাজ করে তা নিজের জন্যে আর রোযা রাখা হয় আমার জন্যে। সুতরাং আমি নিজেই এর পুরস্কার বা আমি স্বয়ং এর পুরস্কার দেবো। কথাটা একটু তলিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই—একজন রোযাদার একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণেই তাঁর জন্যে পানাহার প্রভৃতি বৈধ কাজগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে পরিত্যাগ করে। দিনের বেলায় ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করে, স্ত্রী-সংসর্গ থেকে বিরত থাকে এবং রাত্রে ঘুম কমিয়ে ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রকে জাগ্রত রাখে। এ সবই একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ পালনার্থে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে করা হয়। বরং এটা বলা যায় যে, সে আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে তাঁর গুণাবলীকে নিজের মধ্যে আনয়ন ও ধারণ করার জন্যে এগুলো করে থাকে।

মহান আল্লাহ্‌তা'লা খাবার খান না, তাঁর পিপাসা লাগে না, বংশ বৃদ্ধির জন্যে তাঁর প্রজননের প্রয়োজন নেই। এমনকি তাঁর নিদ্রা-তন্দ্রারও প্রয়োজন নেই। তাঁর বান্দা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঐ সবল কাজও পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর প্রকাশক হওয়ার জন্যে সিয়াম বা রোযার মাধ্যমে সেই সাধনাই করে থাকে। সে আল্লাহ্‌র মহান গুণাবলীর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সে হয় নীতিবান মানুষ, বা-খোদা ইনসান তথা আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষ। আল্লাহ্‌তে বিলীন হয়ে সে তাঁর খলীফা হওয়ার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে। তাই বলা হয়েছে যে, রোযার পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্‌ নিজেই। আর আল্লাহ্‌র সাথে রোযার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনই সেই মহাপুরস্কার। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবলের জন্যে রোযাকে সহজ করে দিন এবং সিয়ামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বকে বুঝার তৌফীক আমাদিগকে দান করুন যেন রোযা আমাদের জন্যে বোঝা না হয়ে, বরং সোজা ও মজার হয়।

সূচিপত্র

পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)
আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফঃ রোযার মাহাত্ম্য ৩

অমৃত বাণীঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)
অনুবাদ: মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ৪

হাকিকাতুল ওহী
মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)
অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া ৬

জুমুআর খুৎবা
হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ: জনাব মোহম্মদ হাবীব উল্লাহ্ ১১

৭২তম সালানা জলসায় হুযূর (আইঃ)-এর পয়গাম ২৯

ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে— ২৯

চলতি দুনিয়ার হালচাল
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ৩০

আহ্মদীয়া তবলীগী পকেট বুক
মূল: আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ
ভাষান্তর: জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩১

পত্র-পত্রিকা থেকে ৩৭

ছোটদের পাতা
পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৪৩

সংবাদ ৪৭

সম্পাদকীয়ঃ ৫১

সন্তান লাভ

গত ২৭শে ডিসেম্বর '৯৫ বুধবার (১৩ই পৌষ ১৪০২ বাংলা, ৪ঠা শাবান ১৪১৬হিঃ) বেলা ২-৪০ মিনিটে আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন—আলহামদুলিল্লাহ্।

নব-জাতিকার সুস্বাস্থ্য, শান্তিময় দীর্ঘায়ু ও পবিত্র জীবন লাভের জন্য আমরা সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

সালোয়ার সুলতানা শিট্লা
ও সরকার মুহাম্মাদ মুরাদুজ্জামান
বকশীগঞ্জ, জামালপুর

لا اله الا الله محمد رسول الله

MUSLIM TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

Dish Position 103° East
Video Frequency 1375
Audio Frequency :

a)	Urdu	6.50
b)	English	7.02
c)	Arabic	7.20
d)	Bangla	7.38

Every day Bangladesh time
12-00 Noon to 12-00 P. M.
(12 Hours' Programme)

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করছে। উপরের যেকোন একটি চ্যানেল ব্যবহার করুন। প্রতি শুক্রবার খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে শুনতে পাবেন।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272